মহারাজ নন্দকুমার

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় : শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৯৪০

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ
মূল্য : দেড় টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয়ের

পবিত্র স্মৃতির স্মরণে—

—নাটকের পূর্ব্বাভাষ—

পৌনে দুই শত বৎসর আগেকার কথা। ইংরেজরাজ তখনও এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানীর কুশাসনে এবং কোম্পানীর স্বার্থপর কর্ম্মচারীদের অত্যাচারে সারা দেশ তখন নিপীড়িত। পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া বণিক কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া দাঁড়াইল। বাণিজ্য করিতে আসিয়া অতর্কিতে বিপুল রাজ্যখণ্ড অযাচিত রূপে তাহাদের করায়ত্ত হইল। প্রচুর ঐশ্বর্য্য, প্রভূত শক্তি তাহাদের মদমত্ত করিয়া তুলিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ তখন না মানিল ইংলণ্ডের পরিচালক সভার (Court of Directors) বিধি নিষেধ······ না চাহিল এ দেশের জনগণের স্বার্থের দিকে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই তখন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। কোম্পানীর জঘন্য অর্থলিপ্সা তখন বাঙ্গালী জাতকে যে কি ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল—এডমণ্ডবার্ক, বেভারিজ, মেকলে, বোল্টস্ প্রভৃতি ইংরেজ মনীষিগণের গ্রন্থ হইতে তাহার বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়।

কোম্পানীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সে যুগে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নবাব মীরকাশেম এবং তাহার পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমার। বর্ত্তমান নাটকের আরম্ভ হইয়াছে—নবাব মীরকাশেম ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর সঙ্ঘর্ষকে কেন্দ্র করিয়া। কোম্পানী এদেশে বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিত ; কোম্পানীর কর্ম্মচারীরাও প্রকাশ্য ভাবে বিনা মাশুলে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাইতে লাগিল। নবাব প্রতিবাদ করিলেন ; কোন ফল হইল না। তখন তিনি দেশীয় লোকদের বাণিজ্য হইতেও মাশুল তুলিয়া দিলেন। ইহাতে কোম্পানী ক্রুদ্ধ হইল ; ফলে নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। বাঙ্গালীর বেইমানী বাঙ্গালীকে চিরদিন পরপদানত করিয়াছে। মীরকাশেমের পরাজয় ও পতন ঘটিল ; ইহার মূলেও ছিল, প্রধানতঃ আমাদের স্বদেশবাসীরই বেইমানী—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য।

······পরবর্ত্তী যুগে কোম্পানীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—মহারাজ নন্দকুমার। নির্য্যাতিত জনগণের মুখপাত্ররূপে তিনি প্রথমতঃ ইংলণ্ডের বিচার সভার নিকট কোম্পানীর অনাচারের বিশদ বর্ণনা লিখিয়া পাঠাইলেন ; গভর্ণরের কাউন্সিলে স্বয়ং গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করিলেন। সে মামলায় অধিকাংশ কাউন্সিলার নন্দকুমারের অভিযোগ সত্য বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু বিচার শেষ হইতে না হইতে আকস্মিক ভাবে নন্দকুমারকে বন্দী হইতে হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে এক দলিল-জালের মামলা উপস্থিত হইল। গভর্ণরেব বন্ধু প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে সেই মামলায় নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার ফাঁসীর হুকুম দিলেন। নন্দকুমারেব বিচারকালে স্যার এলিজা ইম্পের আচরণ যে অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছিল—লর্ড মেকলে প্রমুখ ইংরেজগণ তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। (Of Impey's conduct it is impossible to speak too severely. No other such judge has dishonouerd the English Ermine since Jefferies drank himself to death in the Tower." Lord Macaulay).

ইংলণ্ডেশ্বরের অভিমত না জানা পর্য্যন্ত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী স্থগিত রাখিবার আবেদন করা হইল ; বিচাবপতি সে আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট মহাপ্রাণ বাঙ্গালী মহারাজ নন্দকুমার ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। নন্দকুমারের বিচার সম্বন্ধে বাঙালী জাতি কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে পরবর্ত্তীকালে ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। যে বাগ্মীশ্রেষ্ঠ মহাপ্রাণ ইংরেজ, নন্দকুমারের বিচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করিয়াছিলেন,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী অগ্নিবর্ষী ভাষায় জগৎ সমক্ষে বর্ণনা করিয়াছিলেন,···তাঁহার এডনাম্ড বার্ক।

All Communications (True Copy)
Should give the number,
Date and subject of any
Previous Correspondence.

Government of Bengal

OFFICE OF THE COMMR.
of Police, Calcutta.

DETECTIVE DEPARTMENT
Memorandum No 2330 DD, Dated, Calcutta.
the 14th May 1943.

To Mr. SALIL KUMAR MITRA,
Proprietor, Star Theatre,
79-3.4, Cornwallis Street, Calcutta.

Dear sir,

With reference to your letter No. S. T. 40, dated the 6th May 1943, submitting a manuscript copy of the Bengali historical drama entitled 'MAHARAJA NANDAKUMAR' written by Mr. Mohendra Nath Gupta, M. A. I write to inform you that there is no objection to the play being staged.

Yours faithfully,
Sd. H. N. Sircar
Dy : Commissioner of Police.

A C J P—A 816-1942-43—16,80 000.

নাটক রচনায় প্রধানতঃ এই ক'খানি গ্রন্থ হইতে তথ্য সঙ্কলনের সাহায্য পাইয়াছি।

Impeachment of Warren Hastings
Edmund Burke.

Essays Lord Macaulay

Trial of Maharaja Nundkumar—
H. Beveridge.

Consideration on Indian Affairs—
Bolts.

Echoes from Old Calcutta—
H E Busteed.

কলিকাতার কথা—
রায় বাহাদুর প্রমথনাথ মল্লিক, এম, আর, এ, এস

মুর্শিদাবাদ কাহিনী
শ্রীনিখিলনাথ রায়

প্রথম অভিনয় রজনী—ষ্টার থিয়েটার

শুক্রবার, ৫ঠা জুন, ১৯৫৩ সন্ধ্যা ৬৷৷০

সংগঠনকারীগণ :—

সত্বাধিকারী	শ্রীসলিলকুমার মিত্র
পরিচালক	শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মঞ্চশিল্পী	শ্রীপরেশ বসু
সুরশিল্পী	শ্রীঅমর বসু
নৃত্য-পরিকল্পনা	শ্রীমতী নীহারবালা
মঞ্চতত্বাবধায়ক	শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
আবহ-সঙ্গীত	শ্রীমধুসূদন আঢ্য
রূপ সজ্জাকর	শ্রীনন্দলাল গাঙ্গুলী
স্মারক	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
যন্ত্রীসঙ্ঘ	শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল
	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
	শ্রীললিতমোহন বসাক
	শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত
	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
	কুমার গোপেন্দ্র নারায়ণ

অভিনেতৃ সঙ্ঘ

ক্লেভারিং	শ্রীভূমেন রায়
ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
নন্দকুমার	শ্রীজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
কামালউদ্দিন	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
গুরুদাস	শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
মীরকাশেম	শ্রীসুনীল মুখার্জ্জি পরে শ্রীবিপিন গুপ্ত
এড্মণ্ডবার্ক	শ্রীসিধু গাঙ্গুলী
ভ্যান্সিটার্ট	শ্রীবিজয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
জগৎশেঠ	শ্রীপঞ্চানন চ্যাটার্জ্জি
রায়দুর্ল্লভ	শ্রীগোপাল মুখার্জ্জি
স্বরূপচাঁদ	শ্রীকুসুম গোস্বামী
মিডিলটন	শ্রীবিমল ঘোষ
মিরজাফর	শ্রীমুরারি মুখার্জ্জি
বেলিফ	শ্রীকার্ত্তিক সরকার
মোবারেকদ্দৌলা	শ্রীমতী রাধারাণী
মার্কার	শ্রীব্রজেন আঁশ ;
সমরু	শ্রীফণি সাহা
নজাফ্ খাঁ	শ্রীঅখিনাশ দাস
মশালচী	শ্রীসুধীর গুপ্ত
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য

নবকৃষ্ণ	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
কান্তবাবু	শ্রীরবি রায় চৌধুরী
চাপড়াশী	শ্রীকৃষ্ণদাস বাবু ও শ্রীমাখন বাবু
বান্দা	শ্রীশৈলেন রায়
বনমালী	শ্রীনলিন বাগ
রেজা খাঁ	শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল
পারিষদ	শ্রীমণি চ্যাটার্জ্জি
গোলাম আশরফ	শ্রীশৈলেন রায়
কারারক্ষী	শ্রীবিষ্ণু সেন
ক্ষমাদেবী	শ্রীমতী নিরুপমা
লুৎফ উন্নিসা	শ্রীমতী বীণাদেবী
মণিবেগম	শ্রীঅপর্ণা দেবী
উম্মৎ হজরৎ	শ্রীমতী গীতা
মিস্ ক্লেভারিং	শ্রীরেখা দত্ত

আর্ম্মেনী নর্ত্তকী ও বাঈজি

মুকুলজ্যোতি, লীলাবতী, বীণা (৩ জন), রবি, হাসি, পারুল, ইরা, মৃণালিনী, পুষ্প, স্নেহলতা, মীরা, নলিনী, সরোজিনী প্রভৃতি।

—চরিত্র পরিচয়

নন্দকুমার	···	দেওয়ান, মহারাজা উপাধিধারী
গুরুদাস	···	ঐ পুত্র
জগৎ শেঠ রায়দুর্লভ	···	ধনকুবের
কান্তবাবু	···	কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা
নবকৃষ্ণ	···	ক্লাইভের মুন্সী, রাজা উপাধিধারী
গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ	···	দেওয়ান
বনমালী	···	নন্দকুমারের ভৃত্য
মিরজাফর	···	বাংলার রাজ্যচ্যুত নবাব
মীরকাশিম	···	নবাব মিরজাফরের জামাতা
মোবারেকদ্দৌলা	···	মিরজাফরের বালক পুত্র, পরে নবাব
রেজা খাঁ	···	বাংলার দেওয়ান সুবা
কামালউদ্দিন	···	হিজলীর ইজারাদার
গোলাম আসরফ	···	রেজাখাঁর অনুচর
ওয়ারেণ হেষ্টিংস	···	কাউন্সিলার, পরে গভর্ণর
ভেন্সিটার্ট	···	গভর্ণর
মিডিল্‌টন্	···	মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট
ক্লেভারিং	···	কাউন্সিলার
		প্রহরী, ইংরেজ সৈন্য, পারিষদগণ, দূত, মার্কার ইত্যাদি।

ক্ষমাদেবী	...	নন্দকুমারের স্ত্রী
লুৎফা	...	সিরাজ-মহিষী
উম্মৎ জহরৎ	...	ঐ কন্যা
মণি বেগম	...	মীরজাফরের উপপত্নী
মিস্ ক্লেভারিং	...	ক্লেভারিংএর কন্যা

শোকার্ত্ত নারীগণ, আর্ম্মেনী নর্ত্তকী ইত্যাদি।

মহারাজ নন্দকুমার

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের দরবার কক্ষ ; নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্ম্মর-মূর্ত্তি…কণ্ঠে তাঁর পুষ্পমাল্য…পদতলে মহারাজ নন্দকুমার।… অন্ধকার রঙ্গমঞ্চের এক কোণ হইতে করুণ শোকগাথা জাগিল.. ধীরে ধীরে থামিয়া গেল।…তারপর নন্দকুমার কথা কহিলেন :

(শোক-গাথা)

হায় সিরাজ, হায় সিরাজ, হায় সিরাজ !
অশ্রুজলের সাতনরী হার, পরাই তোমার ব্যথার তাজ ॥
তোমার সাধের হিরাঝিল আজি আঁধারে গুমরি কাঁদে,
কাঁদিছে জননী, "ওরে ও পলাশী, ফিরে দে সোণার চাঁদে !"
দরবার হল কবর গাহ্—কোথা রাজ অধিরাজ !
হায় সিরাজ, হায় সিরাজ, হায় সিরাজ।

নন্দকুমার। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান্ নবাব সিরাজদ্দৌলা,—তোমার এই মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের এই দরবার কক্ষে, একদিন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকেরা, ভয় সন্ত্রস্ত পদে দূর হ'তে তোমায় কুর্ণিশ ক'রতে ক'রতে এসে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতো! আর আজ সেই দরবারে, সেই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীরই রক্ত চক্ষুর ভয়ে, আমি চোরের মত পালিয়ে এসেছি,···তুমিতো নেই,···তাই ওগো দেশের মালেক, তোমার মর্ম্মর মুর্ত্তি তৈয়ার করিয়ে এনেছি; সেই মুর্ত্তির সামনে আমি আমার দেশের বেদনার আর্জ্জি পেশ করতে চাই, তুমি শোন, সে আর্জ্জি তুমি শোন!···জনাব, এবান্দা একদিন তোমারই অনুগ্রহে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হয়েছিল। ইংরেজ কোম্পানী ফরাসীদের হাত থেকে চন্দননগর কেড়ে নেবার আয়োজন ক'রলে···তুমি আমায় আদেশ ক'রেছিলে, ইংরেজদের হুগলী প্রবেশে বাধা দিতে,···ফৌজ পাঠিয়েছিলে তুমি···ফরাসীদের সাহায্য করতে। কোম্পানীর দূত উমিচাঁদ এসে আমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলো। উমিচাঁদের প্ররোচনায়, আমি কৌশলে ফিরিয়ে দিলুম তোমার ফৌজ মুর্শিদাবাদে, সহায়তা করলুম কোম্পানীকে চন্দননগর অবরোধে। সেই বেইমানী···সেই বেইমানীর পর তুমি আর আমার মুখদর্শন করনি জনাব। আমায় ত্যাগ ক'রলে দুঃখ নাই; কিন্তু তবুতো তুমি বেইমান গোলামদের হাত থেকে রেহাই পেলে না মালেক! পলাশীর বেইমানী, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে মীরণের নফর দুরন্ত মোহম্মদী বেগের বেইমানী, সারা বাংলা মুলুকে ছড়িয়ে প'ড়লো জনাব! দেশ বুঝি শ্মশান হ'য়ে গেল! ওঠো, জাগো, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মালেক— বেইমানীর বিচার কর···বিচার কর!

[বাহিরে ইংরাজী বাদ্য বাজিল…নন্দকুমার ঝিল সংলগ্ন বারান্দায় আসিলেন। লুৎফার প্রবেশ—অবিন্যস্ত কেশ পাশ… দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল]

নন্দকুমার। কে কাঁদে! ওখানে কে কাঁদে—কে আপনি?

লুৎফা। (ক্রুদ্ধকণ্ঠে) তুম্ কৌন্ হ্যায়?

নন্দকুমার। একি! বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলার মহিমময়ী বেগম লুৎফউন্নিসা!

(কুর্ণিশ করিলেন)

লুৎফা। (ঈষৎ নম্রকণ্ঠে) তুম্ কৌন্ হ্যায় রে?

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা, আমি আপনার গোলাম নন্দকুমার!

লুৎফা। হুঁ—মুঝে কহতে হুঁ বেগম, আউর আপনাকো গুলাম! তুম মুঝে কুর্ণিশ কিয়া? লেকিন কিধার মেরা বাদশাহী! কাঁহা মেরা সোনা চাঁদী? মোতী জহরৎ? ইয়ে দেখ, সারি বাংলা মুল্লুককা যো মালেকানী হ্যায়…উন্‌কো কাপ্‌ড়া টুটী হুয়ী! ভুখ্ লাগা; লেকিন দানা পানি নেহি মিলা!

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা!

লুৎফা। তাজ্জব—এ বড়ি তাজ্জব কী বাৎ!

(সহসা সিরাজের মর্ম্মর মূর্ত্তি দেখিয়া অট্টহাস্য করিলেন)

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা!

লুৎফা। নবাব মনসুর উলমুলুক সিরাজদ্দৌলা, শা কুলীখাঁ, মির্জ্জামোহাম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর—(কুর্ণিশ করিয়া অগ্রসর হইলেন)…তুমি এখানে দরবার আলো ক'রে ব'সেছ জনাব! তাই তোমার ভয়ে ওরা আজ আমায় ব'লছে বেগম সাহেবা! আমায় জানাচ্ছে কুর্ণিশ! পলাশী যুদ্ধের পর ওরা ঢাকায় বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, তোমার

গর্ভধারিণী আমিনা বেগমকে,—তোমার মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমকে। দুরাত্মা মীরণ তোমার মাতাকে, তোমার মাতৃস্বসাকে নির্ম্মমভাবে হত্যা ক'রেছে জনাব! হাঁ, শোন জনাব,—জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছে তাঁদের!

নন্দকুমার। ওঃ—ভগবান—

লুৎফা। তুমি আজ বিচার করতে বসেছ কি না হিরাঝিলের দরবারে! তাই ওরা আমায় ভয় পেয়ে মুক্তি দিলে; হাজির করলে তোমার বাঁদীকে তোমার পায়ের তলায়! আমি বুঝেছি, ওদের চক্রান্ত আমি বুঝতে পেরেছি! হাঃ হাঃ—

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা!

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

লুৎফা। চুপ্—ও কিসের বাজনা! ঐ—

নন্দকুমার। আমি দেখে আসছি—

লুৎফা। থাক্, আমি বুঝেছি। দেখছনা, জ্যোৎস্না রাত! হিরাঝিলের স্বচ্ছ জলের ওপর চাঁদের আলো লুটিয়ে প'ড়েছে! এমনি রাতে নবাব ময়ূর-পঙ্খী চড়ে জল বিহার ক'রতেন; তাই আজও উৎসব আয়োজন। আমি যাই,—ঐ ঐ না জলতরঙ্গ বাজ্‌ছে—বীণা বাজ্‌ছে! সীতার—বাঁদী, মেরা সীতার—

নন্দকুমার। দাঁড়ান বেগম সাহেবা,—ও যে ইংরাজের বাদ্যধ্বনি!

লুৎফা। ইংরাজের বাদ্য! হ্যাঁ, তবে বুঝি নবাব কোলকাতা জয় ক'রে ফিরলেন! ইংরাজের কেল্লা অধিকার করে এলেন কিনা…তাই ইংরাজী বাদ্য! নবাবের বিজয়ী সেনাদল কি গান গেয়েছিল সে দিন জান…?

নন্দকুমার। কি ?

লুৎফা। "নবাব বাহাদুর কা ফৌজ···বৈলী খোলা তলোয়ার—
ঘড়ি ভরমে জিৎ লিয়া কেল্লা কলকাত্তা বাজার।"···
সে সুর আজও আমার কানে লেগে রয়েছে! শোনোতো, সেই গান গাইছে কিনা আজও···

নন্দকুমার। ঐ কোম্পানীর নিশান দেখা যাচ্ছে, ওরা মুর্শিদাবাদে এসেছে বুঝি জগৎশেঠকে মুক্ত করতে! এই হিরাঝিলে আসছে ওরা—

লুৎফা। এখানে আসছে! সরিয়ে দাও—নবাবকে দরবার থেকে সরিয়ে দাও—

নন্দকুমার। কেন, ভয় কি বেগম সাহেবা?

লুৎফা। ভয়? সিরাজ-মহিষী ক'রবে কোম্পানীর ঝাণ্ডাকে ভয়? শিগ্‌গির নিয়ে যাও নবাবকে···সসম্মানে।

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা।

লুৎফা। বুঝছ না, সিরাজ শির দিয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতা দেয় নি! এই দরবারে এসে সেই সিরাজকে আজ কোম্পানীর লোক কুর্ণিশ জানাবে না, নজর দেবে না, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাগ্যবিধাতা নবাব সিরাজদ্দৌলার এত বড় অপমান দেখবো আমি কোন প্রাণে! নিয়ে যাও···নবাবকে নিয়ে যাও।

নন্দকুমার। যো হুকুম বেগম সাহেবা!

(নন্দকুমারের মূর্ত্তি লইয়া প্রস্থান—ভ্যান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর প্রবেশ)

হেষ্টিংস। গুড্ ইভনিং বেগম সাহেবা···আপনার ডটার···কন্যা···হামরা লইয়া আসিয়াছে।

লুৎফা। আমার মেয়ে! উম্মৎ জহরৎ! কোথায়?

ভ্যান্সিটার্ট। হাপনি হিরাঝিলে আসিলেন। লেড়কী পথ খুঁজিয়' পাইল না। প্যালেস গেট্ পর কাঁদিতে লাগিল। হামিলোক ডেখিটে পাইয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। munshi, send for the babe,—

(উম্মৎ জহরতের ছুটিয়া প্রবেশ)

উম্মৎ জহরৎ। মা—আমার মা—

লুৎফা। জহরৎ—উম্মৎ জহরৎ।

ভ্যান্সিটার্ট। Ah! A heavenly sight!

লুৎফা। সাহেব, তোমার সাথে ক্লাইভ সাহেব এসেছে নাকি?

ভ্যান্সিটার্ট। No, লর্ড ক্লাইভ স্বদেশ, ইংলণ্ড গিয়াছেন।

লুৎফা। ওয়াটস—?

হেষ্টিংস। ওয়াট্স সাহেবকেও বেগম জানেন—?

লুৎফা। জানবো না! নবাব কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ ক'রলে, ঐ ওয়াট্স সাহেবের পত্নী ও পুত্র কন্যাদের আমি ৩৭দিন নবাব-জননীর মহলে আশ্রয় দিয়েছিলেম…নবাবের পায়ে কাতর মিনতি জানিয়ে তাদের মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেম। আজ সে নবাবও নেই; সে ক্লাইভ, ওয়াট্স্‌কেও দেখছি না—তার পরিবর্ত্তে…তোমরা?

হেষ্টিংস। হি ইজ্ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট…কলিকাতার লাটসাহেব—

ভ্যান্সিটার্ট। এণ্ড হিয়ার ইজ মাই ফ্রেণ্ড ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, মেম্বার অফ্ দি কাউন্সিল—

লুৎফা। ওয়ারেণ হেষ্টিংস! ও! অবরুদ্ধ কাশীমবাজার কুঠী হ'তে পালিয়ে তুমিই নবাবের ভয়ে কান্ত মুদীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলে…

না ? তোমাকেই বুঝি কান্ত মুদী পান্তাভাত আর চিংড়িমাছ খাইয়ে বাচিয়ে রেখেছিল ?

হেষ্টিংস। সে সময়ে কান্ট হামার বহুট উপকার করিয়েছিল—তাই কাশীমবাজারে জায়গীর পাইল—

ভ্যান্সিটার্ট। Make haste, let us attend to our other business—

হেষ্টিংস। Certainly। Look here,—বেগম সাহেবা, হাপনি খুসবাগে আলীবর্দ্দী খাঁর ঔর নবাব সিরাজদ্দৌলার কবর ডেখা শুনা করিটে চাহেন ?

লুৎফা। হ্যাঁ, জীবন কাটাতে চাই স্বামী ও শ্বশুরের কবরখানায়... সেই খোস্‌বাগে। সেই অনুমতি তোমরা আমায় দাও—

হেষ্টিংস। উট্টুম—কোম্পানি হাপনার আর্জ্জি মঞ্জুর করিল, আপনি উহার জন্য মাসে ৩০৫৲ তঙ্কা পাইবেন এবং আপনার আউর আপনার কন্যার বৃত্তি স্বরূপ মাসে আরও ১০০৲ তঙ্কা পাইবেন।

লুৎফা। হুঁ—

ভ্যান্সিটার্ট। আপনি এ ব্যবস্থায় সন্টুষ্ট হইয়াছেন আশা করে ?

লুৎফা। হ্যাঁ,—সন্তুষ্ট হব না। তোমরা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা পেয়েছ ; সে কথা ছেড়ে দিলুম, পলাশী যুদ্ধের পর এক আমাদের এই হিরাঝিলের ধনাগার লুণ্ঠন করে তোমরা পেয়েছ এক কোটী ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা, দুই সিন্দুক স্বর্ণ পিণ্ড, ৬ বাক্স হীরা জহরৎ চুনি পান্না। আর তা ছাড়া, নবাব অন্তপুরের ধনাগার হ'তে আরও ৮ কোটী টাকা।

ভ্যান্সিটার্ট। No, we have not got that ! সে আট কোটী টাকা হামরা পাই নাই—

লুৎফা। হ্যাঁ—তোমরা পাওনি ; পেয়েছে সে টাকা তোমাদেরই কর্ম্মচারী রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ আর ক্লাইভের গর্দ্দভ সেই জাফর আলি খাঁ। যাঁর সর্ব্বস্ব আজ কোম্পানির এবং কোম্পানির ভৃত্যদের কবলে···সেই বঙ্গেশ্বরের কবরখানা রক্ষার ব্যবস্থা হ'লো ৩০৫৲ তঙ্কা! তাঁর বেগম ও কন্যার মাসোহারা হ'লো ১০০৲ তঙ্কা! চমৎকার ব্যবস্থা! নবাব সিরাজের মহিষী হ'লেও—আজ আমি একবার সেলাম জানিয়ে যাচ্ছি তোমাদের করুণাকে! এস' উম্মৎ জহরৎ--

উম্মৎ জহরৎ। মা,—কি সুন্দর সোনা মাণিক মোড়া আসন মা! ও কার?

লুৎফা। বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলার মসনদ!

উম্মৎ জহরৎ। আমার বাবার? আমার বাবা ঐখানে বসতেন! তবে আমিও বসবো মা,—

লুৎফা। ওরে, চুপ্ চুপ—

উম্মৎ জহরৎ। কেন মা? আমার বাবার মসনদে আমি বসবো···তাতে ভয় কিসের? কে আটকাবে আমায়? ছাড় মা, আমি একটিবার বসবো—

লুৎফা। ওরে, না না, দেখছিস্ না—ঐ ওরা বাধা দেবে—

উম্মৎ। কে? ঐ সাহেব লোক? না, কিছুতেই না, আমি কারু কথা শুনবো না ; বসবো, ঐ মসনদে বসবো,—ছাড়ো ছাড়ো···

ভ্যান্সিটার্ট। Hastings, the child has gone mad !

হেষ্টিংস। Let us play with the babe! Come on girl... হামি মসনদে বসিয়ে দিচ্ছে—

(উম্মৎকে মসনদে বসাইতে গেল···উম্মৎ পড়িয়া গেল···কপাল কাটিল।)

উম্মৎ। উঃ মাগো।

হেষ্টিংস। Ah! She is bleeding! A doctor—a doctor?

লুৎফা। না, আর ডাক্তার হকিম নয়! এস' উম্মৎ জহরৎ, ও মস্‌নদ আমাদের নয়। মসনদের সোপানে সিরাজের রক্ত, সিরাজের লাল তাজা রক্ত! ও রক্ত কি বলছে জান সাহেব?

হেষ্টিংস। What? কি বলিটেছে?

লুৎফা। রক্ত বলছে, যে মস্‌নদে বসে একদিন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সিরাজদ্দৌলা ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারীর ঔদ্ধত্যের বিচার করেছিলেন, তাদের কুর্ণিশ ও নজরাণা আদায় করেছিলেন...সেই মসনদে ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুগ্রহ প্রসারিত হাত ধরে কখনো সিরাজ-নন্দিনী বসতে পারে না। ও মসনদে হাত ধরে টেনে তুলে বসাও তোমরা—

(জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ প্রভৃতির প্রবেশ)

ঐ ঐ তোমাদের আভূমি কুর্ণিশকারী জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ, স্বরূপ চাঁদ, রায় দুর্ল্লভ, আর বাংলার মিরজাফরদের। সিরাজ কন্যা খোসবাগের কবর খানায় সহিদ্ হবে—সেই কারখানায় না খেয়ে শুকিয়ে মরবে...তবু কোম্পানির অনুগ্রহে মসনদে ব'সবে না।

[জহরৎকে লইয়া প্রস্থান

রায় দুর্লভ। দেখলেন সাহেব, নবাব সিরাজদ্দৌলা কবে মরে গেছে তবু বেগমের কী তেজ?

ভ্যান্সিটার্ট। নবাব সিরাজদ্দৌলার ভি বহুট টেজ ছিল—(

হেষ্টিংস। শুনিটে পাই সিরাজদ্দৌলা gave you a good slap··· একডিন শেঠজীকে ভি চপেটাঘাট করিয়াছিল !

জগৎশেঠ। ও ! সে কথা আর বলবো কি সাহেব ! নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ থেকে আরম্ভ ক'রে দিল্লীর বাদশাহ পর্য্যন্ত এই জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদকে সম্মান ক'রতেন ; আব সেই চপল মতি বালক সিরাজদ্দৌলা ! আমি দিল্লী থেকে তার বাদসাহী সনদ আনতে দেরী ক'রেছিলুম বলে, সবার সামনে আমার গালে চড বসিয়ে দিলে ! আমায় কয়েদ খানায় পুরে দেবে বলে শাসালে !

হেষ্টিংস। সিরাজ মরিয়াছে, টাই আপনাদের মত সচ্চরিট্র সম্মানী লোকেরা শান্টি পাইয়াছে।

জগৎশেঠ। স্বস্তি আব কোথায় সাহেব !···যে যায় লঙ্কায় সেই হয় হনুমান !

রায়দুর্লভ। সিরাজের আমলে মান গেল—এবার মীরকাশেমেব আমলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

ভ্যান্সিটার্ট। অরঠাট ?

স্বরূপ। সিরাজ বন্দী ক'রবে বলে শাসিয়েছিল, মীরকাশেম সত্যি সত্যিই বন্দী ক'রে রাখলো আমাদের এই হীরাঝিলে !

জগৎশেঠ। শুধু কি তাই ! আমাদের মুঙ্গেরে ধবে নিয়ে যাবার জন্য সেনাপতি মার্কারকে সেপাই দিয়ে পাঠিয়েছে এই মুর্শিদাবাদে !

হেষ্টিংস। হ্যা,—হামরা জানে···টাই কলিকাটা হইতে আসিয়াছে আপনাডের সম্মান বাঁচাইটে।

স্বরূপ। বাঁচাও সাহেব, আমাদের বাঁচাও ! মনে ভেবনা. শুধু আমাদের ওপর জুলুম ক'রেই মীরকাশেম শান্ত হবে ! সে তোমাদের কোম্পানির ওপর পর্য্যন্ত চটে আছে।

জগৎশেঠ। কেন মিরজাফরকে সরিয়ে সেই গোঁয়াড় কাশেম আলিকে বাংলার মসনদ দিলে বলতো? যে রকম খাপ্পা হ'য়ে আছে সে তোমাদের ওপর, তাতে এখন থেকে সাবধান না হ'লে, তোমাদের আর বাংলা মুলুকে সওদাগরী করতে হবে না—তল্পী গুটোতে হবে।

হেষ্টিংস। We Englishmen know how to preserve our prestige and interest!…মীরকাশেম যদি হামাদের স্বার্থের হানি করে—

(অতর্কিতে মার্কার, গুর্গিণ, সমরু প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষসহ নবাব মীরকাশেমের প্রবেশ)

মীরকাশেম। তোমাদের স্বার্থের হানি হ'লে সেই মুহূর্ত্তে তোমরা মীরকাশেমকে বরতরফ করে বাংলার মসনদ দেবে ক্লাইভের গর্দ্দভ সেই মিরজাফরকে…না?

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস } Nawab Mirkasim!

জগৎশেঠ, প্রভৃতি } বন্দেগী—বন্দেগী জনাব!

মীরকাশেম কে, শেঠজী, না?

জগৎশেঠ। হাঁ, জনাব—

মীরকাশেম। অন্ধকারে আপনাদের মুখগুলো ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি না! আলো…আলো জেলে দিতে বল নজাফখাঁ—(আলো জ্বলিল) আঃ বাঁচলুম—

জগৎশেঠ। আসন গ্রহণ করুন জনাব।

মীরকাশেম। থাক, আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না শেঠজী! কিন্তু মুঙ্গের থেকে আমার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে আপনাদের মুখের ভাব তো বড় ভাল দেখাচ্ছে না; বড় অবসন্ন, ক্লান্ত বোধ হচ্ছে! এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনাদের আর কষ্ট দেব না, বিশ্রাম নেবেন এবার! আর্ম্মেণী সেনাপতি মার্কার—

মার্কার। জনাব!

মীরকাশেম। ফৌজদার মহম্মদ তকীখাঁ এঁদের জন্য প্রাসাদ দ্বারে উপযুক্ত যান সহ প্রতীক্ষা করছেন! এঁদের শিবিকায় তুলে সযত্নে মুঙ্গেরে নিয়ে যাও

জগৎশেঠ। মুঙ্গেরে! জনাব!

মীরকাশেম। এঁরা অত্যন্ত সম্মানী লোক! এঁদের মর্য্যাদা অনুযায়ী এঁদের সঙ্গে উপযুক্ত দেহরক্ষী ব্যবস্থা থাকে যেন! যান শেঠজী—

জগৎশেঠ। আমি—আমি—

(করুণ নেত্রে হেষ্টিংসএর দিকে চাহিল।)

হেষ্টিংস। এ আপনার কিরূপ বিবেচনা নবাব বাহাদুর!

মীরকাশেম। চুপ কর সাহেব! তোমরা সুসভ্য ইংরাজ জাতি বলে গর্ব্ব কর। কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, দেশের রাজা যেখানে প্রজার বিচার করছে—বাইরের লোকের সেখানে কথা বলা শুধু অসঙ্গত নয়··· অমার্জ্জনীয় অপরাধ!—মার্কার—

[মার্কার জগৎশেঠ প্রভৃতিকে লইয়া গেল]

মীরকাশেম। এইবার বল সাহেব, কি তোমাদের বক্তব্য?

ভ্যান্সিটার্ট। 'আপনি জগৎশেঠের মত মানী ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া বহুৎ অন্যায় করিয়াছেন। ইহাতে সন্ধি ভঙ্গ হইল—

মীরকাশেম। সন্ধি ভঙ্গ! গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট, কাউন্সিলার হেষ্টিংস, তোমরা মুঙ্গেরে গিয়ে আমার সঙ্গে সন্ধি ক'রেছিলে যে এ দেশের বাণিজ্যের ওপর শতকরা ন'টাকা করে আমার রাজস্ব দেবে। সে মাশুল তোমরা আমায় দিলে না; বিনা শুল্কে নিজেরা তো সওদাগরী করছই,...এমন কি, তোমাদের স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত নবাবের প্রাপ্য মাশুল ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায় চালাচ্ছে। এমনি আশ্চর্য্য যে...আমার আমীন, আমার সেপাইরা যদি তাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে—অমনি তোমাদের কুঠিয়ালরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে অপমান করবে, পীড়ন করবে? তোমাদের এই আচরণে সন্ধি ভঙ্গ হলো না সাহেব,...সন্ধি ভঙ্গ হ'ল শুধু তখন, যখন আমি আমারই কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে রাজ কার্য্যের প্রয়োজনে মুঙ্গেরে নিয়ে গেলুম,—কেমন? এই না?

হেষ্টিংস। হামি লোক কি অন্যায় করিয়াছে কাউন্সিল ডেখিবে। লেকিন নবাব অউর বহুট্ অন্যায় করিয়াছেন—! আপনি দেশী লোকের বানিজ্যে মাশুল তুলিয়া দিলেন—

মীরকাশেম। কেন তুলে দেব না? তোমরা যদি মাশুল না দাও—তবে আমার স্বদেশের লোকই বা কেন মাশুল দেবে? তোমাদের চল্‌বে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য, আর শতকরা সাতাশ টাকা মাশুল দিয়ে মরবে—বাংলার দরিদ্র চাষী, তাঁতী!...মাশুল লোপ ক'রে—আমার রাজকোষের যে ক্ষতি হয় হোক্, সে আমি সহ্য করবো; তবু বাংলা দেশ থেকে বাঙ্গালীর শিল্প বাণিজ্য তোমাদের অন্যায় প্রতিযোগীতায় ধ্বংস হ'য়ে যাবে...যতক্ষণ মসনদে বসে আছি—সে আমি হ'তে দেব না।

হেষ্টিংস। কিন্তু মনে রাখিবেন, কাম্পানির সঙ্গে এরূপ বিবাদ করিলে আপনাকে বেশীদিন মসনদে রাখা যাইবে না।

মীরকাশেম। সে কথা তোমরা বলবার ঢের আগে আমি বুঝতে পেরেছি সাহেব! বাঙালীর স্বাধীন নবাবী শেষ হয়েছে সিরাজের সঙ্গে! তারপর নবাবী উঠেছে নিলামে। মিরজাফর চড়া দামে কিনে নিল মসনদ...টাকা শোধ করতে পারলো না, তার ওপর তাই বিরূপ হ'লে তোমরা। আরও চড়া দাম হাঁকলুম আমি,—তাই তাকে নামিয়ে মসনদ দিয়েছ তোমরা এই কাশেম আলিকে। এবার আবার নিলামে ডেকে নিচ্ছেন কোন্ ভাগ্যবান শুনি?

ভ্যান্সিটার্ট। ডেখুন নবাব, হাপনি কাউন্সিলের উপডেশ মত কাজ করুন, হাপনার নবাবী কায়েমী থাকিবে

মীরকাশেম। তোমাদের কাউন্সিলের হুকুম মেনে, গোলামী করা চলে, নবাবী করা চলে না।

হেষ্টিংস। এরূপ হইলে তো লড়হাই বাধিবে—

মীরকাশেম। লড়াই যে হবে সে আমি জানি! তাই তোমাদের চোখের সামনে না থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে গিয়েছি মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমহলে। সাদা মুখের সঙ্গে লড়াই করতে হবে কিনা! তাই সেনাদল গঠন ক'রেছি—মার্কার, গুর্গিন, সমরু ঐ সব সাদা মুখ দিয়ে। আর বেইমানের পরামর্শ ও অর্থের সাহায্য নিয়ে যেমন ক'রে—সিরাজকে পরাজিত ক'রেছিলে পলাশী প্রান্তরে,...পুনর্ব্বার সে সাহায্য যাতে না পাও...তাই জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি বেইমানদের পূর্ব্বাহ্নে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেলুম মুঙ্গের দুর্গে!

ভ্যান্সিটার্ট। টবে হামাদের কোন ডোষ নাই—আপনি ডেশের শান্তি চাহেন না যখন—

মীরকাশেম। শান্তি! শান্তি! শান্তি আমি চাইনে সাহেব! হাত-পা বেঁধে নির্জ্জীব মড়াব মত মসনদের ওপর ঐ আফিং-খোড় মিরজাফরের মত ঘুম পাড়িয়ে রাখবে…সে আমি চাই না! শান্তির প্রস্তাব! নিজেরা শান্তির কথা বলছ…অমিয়েট আর হে সাহেবকে মুঙ্গেরে পাঠিয়েছ আমার কাছে শান্তির প্রস্তাব দিয়ে, আব ওদিকে গোপনে নৌকা বোঝাই গোলাবারুদ চালান দিচ্ছ পাটনার কুঠিয়াল এলিস্ সাহেবকে! তোমাদের এ প্রতারণা আমি সহ্য করবো ভেবেছ? মরি তো মরবো,—তবু মরবার আগে কাশেম আলি একবার দেখে নেবে সাহেব,—তোমরা কত গোলা-বারুদ আর বেইমান আমদানী করতে পার। গুর্গিণ, সমরু, মার্কার,—চল মুঙ্গের।

[প্রস্থান

ভ্যান্সিটার্ট। War is inevitable!

হেষ্টিংস। What can we do? The council must dethrone Mirkasim and reinstate—

(মিরজাফর ও মণি বেগমের প্রবেশ)

মিরজাফর। বন্দেগী, বন্দেগী সাহেব—

ভ্যান্সিটার্ট। Here comes our old friend ex-nawab Mirjafor Ali Khan with Moni Begum—

মিরজাফর। মীরকাশেম এসেছিল খবর পেলুম!

হেষ্টিংস। হাঁ, আমাদের বয় ডেখাইয়া গেল—লড়হাই করিবে—

মণি বেগম। অথচ ঐ মীরকাশেমকে তোমরাই বসিয়েছিলে মসনদে!

ভ্যান্সিটার্ট। হামরা মসনদ দিল—হামরাই কাড়িয়া লইবে।

মণি বেগম। মসনদ কেড়ে নেবে? কাকে দেবে?

হেষ্টিংস। যো হামাদের ডাবি পুরাইটে পারিবে টাহাকে ডিবে! জাফর আলি খান যদি ডাবি পুরাইটে পারেন টবে টাহাকেও ডিটে পারি—

মণি বেগম। হাঁ,—জাফর আলি তোমাদের দাবী মিটিয়ে দেবেন—

জাফর। বেগম—

মণি বেগম। ভাবছ কি? সিরাজের ধনভাণ্ডারের এক বিরাট অংশ আজ আমার অধিকারে। যত টাকা লাগে—মসনদ কিনতে যত টাকা লাগে আমি দেব। কোম্পানী যে দাবী করবে, যেমন করে পারি—তা আমি মিটিয়ে দেব; তবু মসনদ আমাদের চাই। বল সাহেব, আমার স্বামীকে তাহলে তোমরা দেবে মসনদ?

হেষ্টিংস। Certainly; we shall dethrone Mirkasim and reinstate our old friend Mir Muhammad Jafor Ali Khan Bahadur!

ভ্যান্সিটার্ট। রাইট্ ও! হামি গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট, হামি শপথ করিটেছে, জাফর আলি খাঁকে আবার হামরা—বাংলা বিহার ওড়িষ্যার নওয়াব করিবে! বেগম সাহেবা, আপনি আনন্দ করুন—ফুর্ত্তি করুন—

মণি বেগম। আর্ম্মেনী নর্ত্তকী—আর্ম্মেনী নর্ত্তকী—

(আর্ম্মেনী নর্ত্তকীদের প্রবেশ···তাহাদের নৃত্য সমারোহের মধ্যে দৃশ্য শেষ হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা, নন্দকুমারের গৃহ

(নন্দকুমার ও ক্ষমাদেবী)

নন্দকুমার। মীরকাশেম রাজ্যচ্যুত হ'ল! মসনদে আবার বসলো মিরজাফর।

ক্ষমা। কিন্তু নবাব মীরকাশেম কি বিনা প্রতিবাদে সিংহাসন ছেড়ে দেবে? যুদ্ধ হবে না?

নন্দকুমার। হবে না মানে? যুদ্ধ তো বেধে গেছে। পাটনার কুঠিয়াল এলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ ক'রে প্রথম যুদ্ধের আগুন জ্বালাল, অমনি কাশেমআলির সেনাপতি সমরু পাটনার ইংরেজ ফ্যাক্টরী ধূলিসাৎ করে দিলে, অমিয়েট সাহেবকে বধ ক'রলে, সেখানকার কুঠিয়াল এলিস শুদ্ধ সমস্ত ইংরেজ নরনারীকে বন্দী হ'তে হ'ল নবাব মীরকাশেমের ফৌজের হাতে।

ক্ষমা। তারপর,—ইংরেজ কোম্পানী?

নন্দকুমার। ইংরেজ কোম্পানীও নিশ্চিন্তে ব'সে নেই—কাটোয়ার কাছে ইংরেজ সেনাপতি মেজর আডমস্ মহম্মদ তকী খাঁ পরিচালিত নবাবী ফৌজকে হারিয়ে দিয়ে মুর্শিদাবাদ দখল করেছে; মুর্শিদাবাদে নবাবের সমস্ত ধন-সম্পদ তারা অধিকার ক'রে নিয়েছে! এবার বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য সম্মুখীন হ'চ্ছে একদিকে নবাবের আরাটুন, মার্কার, গুরগিণ, সমরু, মীর নজাফ খাঁ প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষ; অন্য দিকে মেজর আডমস,ক্যাপ্টেন আর্ভিং, মোয়াণ প্রভৃতি ইংরাজ সেনানায়ক! সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ; আর সেই সঙ্গে হবে বাংলার ভাগ্য পরীক্ষা—

ক্ষমা। এই ভীষণ যুদ্ধের সময় তুমি কেন কোলকাতা ছেড়ে মুঙ্গের যেতে চাইছ ?

নন্দকুমার। মুঙ্গেরে যাব, একবার নবাব মীরকাশেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

ক্ষমা। প্রভু !

নন্দকুমার। ঐ মীরকাশেম পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যে মহাপাপ ক'রেছিল···আজ সে আরম্ভ ক'রেছে—সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থের বেদীমূলে সে আজ বলি দিতে প্রস্তুত নিজের জীবন ! বহুদিন তো কোম্পানির দাসত্ব করলুম ; কোম্পানির কর্ম্মচারীদের স্বার্থ-অন্ধ বণিক বুদ্ধি অকথ্য স্বৈরাচার, আমায় উত্যক্ত ক'রে তুলেছে ! আর নয়—আর নয় ক্ষমা ! এবার মীরকাশেমের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দেখবো, বাঙালীর স্বাধীনতার নির্ব্বাপিত দীপ-শিখা আবার জ্বালিয়ে তুলতে পারি কি না ! বুলাকী দাস শেঠ আমায় ব'লে গেল, "পার তো মীরকাশেমকে বেইমানদের হাত থেকে রক্ষা কর ভাই !"

ক্ষমা। বুলাকী দাস শেঠ ! তোমার সেই বাল্য-বন্ধু ? তিনি এ সময় মুঙ্গের থেকে ক'লকাতা এসেছিলেন কেন ? মুর্শিদাবাদ যখন ইংরাজরা অধিকার ক'রে নিয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর ধন সম্পত্তিও লুঠ হ'য়েছে নাকি ?

নন্দকুমার। বুলাকী দাসের সর্ব্বস্ব গেছে ক্ষমা ! সে এসেছিল—আমার এই দলিলখানি দিয়ে যেতে !

ক্ষমা। কিসের দলিল ?

নন্দকুমার। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি যখন নবাব সিরাজদ্দৌলার অধীনে হুগলীর ফৌজদার ছিলুম, তখন আমার গুরুপত্নী

আর গুরু-কন্যাদের প্রণামী বাবদ কতকগুলো জহরৎ ক্রয় ক'রেছিলুম। সেগুলো যখন তাঁদের দেব বলে নিয়ে গেলুম… গিয়ে দেখি…গুরুপত্নী স্বর্গগতা! গুরুকন্যার সর্ব্বাঙ্গে বৈধব্য চিহ্ন!

ক্ষমা। জানি প্রভু! সে জহরৎ আর কাছে রেখে কি হবে…তাই বুলাকী দাসকে দিয়েছিলেন সে গুলি বিক্রী করতে—

নন্দকুমার। মনে আশা ছিল, ঐ জহরৎ বিক্রী করে যে মূল্য পাওয়া যাবে, সেই টাকা লগ্নি খাটিয়ে বুলাকীকে দিয়ে হতভাগিনী গুরু-কন্যার ভবিষ্যতের কিছু সংস্থান ক'রে দেব! মুর্শিদাবাদে বুলাকীর কারবারের সঙ্গে সে জহরৎও লুট হ'য়ে গেছে…—

ক্ষমা। সেকি?

নন্দকুমার। তাই বুলাকী আমায় এই দলিল দিয়ে ব'ললো,—"তোমার গুরুকন্যার নামে গচ্ছিত জহরৎ লুট হ'য়ে গেছে; কিন্তু তবু সে ব্রহ্মস্ব ফাঁকি দিলে আমার মহাপাতক হবে! এখন আমার টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, এই দলিলটা তোমার কাছে রাখ…ইংরাজ কোম্পানির কাছে আমার ছুলক্ষের ওপর টাকা পাওনা আছে, সেই টাকা যদি কোন দিন আদায় হয়—তা থেকে পরিশোধ ক'রে নিও, তোমার গুরুকন্যার সেই জহরতের মূল্য।" দলিলে সে এই কথাই লিখে দিয়েছে।

ক্ষমা। কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে কি টাকা আদায় হবে?

নন্দকুমার। ভগবান জানেন! রাখতো দলিলখানা! (দলিল দান) ক্ষমা, আমার সহোদরা তুল্যা সেই গুরুকন্যা! আজও যখন মনে ভাবি তার কথা… সেই থান কাপড় পরা, নিরাভরণ দেহ—কপালের সিঁদুর চিহ্ন তার চিরতরে মুছে গেছে….সেই বৈধব্য বেশ তার—

(ক্ষমা দেবী অন্য মনস্কভাবে দলিল কপালে বুলাইতেছিলেন)

ওকি করছ, দলিলখানায়—সিন্দুর লাগিয়ে ফেললে যে?

ক্ষমা। (চমকিয়া) অ্যাঁ—সিন্দুর—!

নন্দকুমার। ঐ দলিলে তোমার কপালের সিন্দুর মুছে গেল যে!

ক্ষমা। তাইতো! একি করলুম আমি! এই দলিল শেষে আমার কপালের সিন্দুর…না, না, এ সর্ব্বনাশা দলিল আমি ছিঁড়ে ফেলবো ··ছিঁড়ে ফেলবো—

নন্দকুমার। আঃ, করছ কি? ও যে ব্রহ্মস্ব…! অনাথিনী ব্রাহ্মণ বিধবার নামে আমাদের উৎসর্গিকৃত যে অর্থ আছে—এযে তারই সাক্ষ্য! ও দলিল নষ্ট করলে যে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা হবে!

ক্ষমা। কিন্তু—কিন্তু কেন এ অলক্ষণ…!

নন্দকুমার। দুশ্চিন্তা ক'রোনা! অন্যমনস্কভাবে যে পাপ ক'রেছ তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো—

ক্ষমা। কি প্রায়শ্চিত্ত প্রভু?

নন্দকুমার। একলক্ষ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে গৃহে আমন্ত্রিত করে তাঁদের সেবা ক'রবো। সেই একলক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সিঁথের ধারণ ক'রবো,—সব অমঙ্গল কেটে যাবে।

ক্ষমা। তবে শীঘ্র সেই আয়োজন কর প্রভু নইলে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না,—ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে!—মনে হ'চ্ছে, আমার গলায় কে যেন ফাঁসী লটকে দিয়েছে!

নন্দকুমার। ফাঁসী—! কি সব যা তা বলছ? ভয় পেয়োনা, ঠাকুর বাড়ী গিয়ে পূজা দাওগে; আমি মুঙ্গের যাত্রার আগে গুরুদাসকে ব'লে যাচ্ছি। যাও,—হ্যাঁ, দলিলখানি সাবধানে সিন্দুকে তুলে রেখো।

(ক্ষমার প্রস্থান)

(গুরুদাসের প্রবেশ)

গুরুদাস। বাবা!

নন্দকুমার। কে! গুরুদাস! চিৎপুর দেওয়ানখানায় গিয়েছিলে?

গুরুদাস। বাড়ী থেকে বেরিয়ে কোম্পানীর বাগান পর্য্যন্ত গিয়েছি, সেইখানেই দেখলুম পাল্কী চেপে যাচ্ছেন নবাব মীরজাফর খাঁ। তিনি আমায় পাল্কীতে তুলে নিয়ে গেলেন চীৎপুর দেওয়ানখানায়—

নন্দকুমার। কি বললেন?

গুরুদাস। তার একান্ত ইচ্ছা আপনি তার দেওয়ানীর পদ গ্রহণ করুন; বাংলা বিহার উড়িষ্যা শাসনে তাঁকে সাহায্য করুন।

নন্দকুমার। মীরজাফরের দেওয়ানী!

গুরুদাস। তিনি দিল্লীর বাদশাহকে লিখেছেন, আপনাকে "মহারাজা" উপাধি দান করতে। সর্ব্ব সমক্ষে তিনি নিজেও আপনাকে মহারাজা নন্দকুমার ব'লে ঘোষণা করতে চান, আপনাকে পুরস্কৃত করতে চান!

নন্দকুমার। হুঁ…কিন্তু মীরজাফর আমায় দেওয়ানী দিতে চাইলেও কোম্পানী দেবে কেন? কাউন্সিলের সভ্যগণ অধিকাংশ আমার বিপক্ষে,…বিশেষতঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস! সে যখন মুর্শিদাবাদে রেসিডেণ্ট ছিল—বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব আদায় নিয়ে তার সঙ্গে আমার তুমুল কলহ হ'য়ে গেছে। তারা সবাই আমায় শত্রু জ্ঞান করে; এমন কি ফরাসী ল সাহেব ও শাহাজাদা আলি গওহরকে যখন আমি বাংলায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব খর্ব্ব করবার জন্য অনুরোধ করি, সে সংবাদ জানতে পেরে ওরা আমায় কলকাতায় নজরবন্দী ক'রে রাখতে চেয়েছিল! সেই কাউন্সিল আমায় দেওয়ানী দিতে সম্মত হবে কেন?

গুরুদাস। কাউন্সিল সত্যই ভয়ানক আপত্তি ক'রেছিল, কিন্তু নবাব মিরজাফরের সনির্বন্ধ অনুরোধ তারা এড়াতে পারে নি ; তারা শেষে স্বীকৃত হ'য়েছে।

নন্দকুমার। কাউন্সিল স্বীকৃত হ'য়েছে। তবে মীরজাফরের দেওয়ানী গ্রহণ করবো! জাফর আলি আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ…পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবার সে করবে। কিন্তু, বড় ভীরু…বড় আলস্য-প্রিয়—তাকে বিশ্বাস করতে পারি না!

গুরুদাস তিনি খুব শীঘ্র আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান: সব কথা খুলে বল্‌তে চান।

নন্দকুমার। না, আপাততঃ নয়। যদি মীরকাশেমের পার্শ্বে দাঁড়াতে পারি, কোম্পানির স্বৈরাচার হ'তে বাঙালীর দুঃখ মোচনের সেই হবে সব চেয়ে সহজ উপায়। মীরজাফরের দেওয়ানখানায় এখন নয় এখন যাব আমি মুঙ্গের—

গুরুদাস। মুঙ্গের যাবেন!

নন্দকুমার হ্যাঁ, গুরুদাস। তার আগে তোমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু কথা আছে, এস বলছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গ। নিম্নে গঙ্গা! রাত্রিকাল।

(জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রায় দুর্লভ ও অনেক ইংরাজ সৈন্য)

রায়দুর্লভ। তুমি নজাফ খাঁর অধীনে গোলন্দাজ?

ইং সৈন্য। হাঁ—ছিলাম, এখন নজাফ খাঁ আমায় বরখাস্ত করিয়াছে।

স্বরূপ চাঁদ। কিন্তু উদয়নালার ঝিল পার হ'য়ে যে গুপ্ত পথে নজাফ খাঁ ইংরাজ শিবির লুঠ ক'রে আসে সে তুমি চেন?

ইং সৈন্য। Oh, yes! হামি লোকভি নজাফ খাঁর হুকুম টামিল করিটে ঝিল পার হইয়াছে, লেকিন ইংরেজ শিবির লুট করিটে অস্বীকৃট হইয়াছে; তাই হামায় বরখাস্ত করিল। Look here, নবাবকো নোকরী করিতে পারে, কিন্তু ইংরাজ হামার আপনার লোক আছে, ভাই আছে…ভাইএর সাঠে আমি ডুষমনী করিটে পারে না।

জগৎশেঠ। ঠিক বলেছ সাহেব। শোন, এখন তোমার সেই ভাই বেরাদারদের আরও ভয়ানক বিপদ!

ইং সৈন্য। বিপড্!

জগৎশেঠ। হাঁ, এতদিন ইংরাজেরা চেষ্টা ক'রলো উদয়নালা দুর্গ তোপ দেগে ধ্বংস করতে। তোপ অনেক নষ্ট হ'লো, কিন্তু দুর্গের কিছুই হ'লো না। দুর্গে ব'সে নবাব-সৈন্যেরা আরাম করছিল, আর মজা দেখছিল শুধু! নবাব এবার হুকুম দিয়েছেন ইংরাজ শিবির আক্রমণ ক'রতে! আজ রাত পোহালে লড়াই সুরু হবে। ভীষণ লড়াই তার ফল ভেবে দেখ সাহেব—

ইং সৈন্য। What can I do? হামি কি করিবে?

রায়দুর্লভ। শোন, এখন গভীর রাত, নবাবের সৈন্যেরা কেউ ঘুমুচ্ছে কেউ বা মদ খেয়ে নেশায় মশগুল হ'য়ে রয়েছে। ভোরবেলা ওরা জেগে উঠে আক্রমণ ক'রলে আর রক্ষে নেই। এই রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে দিয়ে কোন রকমে যদি তোমার ভাই বেরাদারদের ঝিলের সেই গুপ্ত পথ দিয়ে এনে ফেলতে পার নবাবের কেল্লার বুরুজের ওপর, তবেই বাঁচোয়া।

স্বরূপ। নবাব সৈন্য জেগে উঠবার আগে আক্রমণ করতে হবে!

ইং সৈন্য। পঠ হামি বটুলাইতে পারে—but how can I go outside the fort? হামায় নজরবন্দী করিয়া রাখিল; সান্ট্রিগণ হামাকে এই কেল্লার বাহিরে যাইটে ডিবে কেন?

জগৎশেঠ। তার উপায় আছে—এই নাও, নবাব মীরকাশেমের নামাঙ্কিত পাঞ্জা। এই দেখলে ওরা তোমায় পথ ছেড়ে দেবে—যাও, শীগ্‌গীর যাও।

ইং সৈন্য। Good God! হামি এখুনি যাইবে হামি হামার জাটিকে জরুর বাঁচাইবে কিণ্টু এই পাঞ্জার সাঠে টুমি লোক, টুমার Mother land, টোমার আপনা ডেশ···হামার হাতে টুলিয়া দিলে! Still you don't feel ashamed! Ah, wretched creatures!

জগৎশেঠ। কি বলছ সাহেব?

ইং সৈন্য। No, nothing! হামি যাই! Rejoice my breathren! Victory is for us! Shout at the top of your voice—Rule Great Britain—Rule Great Britain.

(প্রস্থান)

(সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া ত্রস্তপদে মীরকাশেমের প্রবেশ)

মীরকাশেম। ঐ ঐ ইংরাজের জয়ধ্বনি—ইংরাজের জয়ধ্বনি—উদয়-নালা গেল, মুঙ্গের গেল, আমার দেশ বুঝি কোম্পানী অধিকার ক'রে নিল! কে আছিস, আমার হাতিয়ার দে, আমার হাতিয়ার দে—

জগৎ, স্বরূপ, দুর্লভ } —জনাব—জনাব।

মীরকাশেম। কে! ও, জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ, রায়দুর্লভ! আপনারা—

জগৎশেঠ। জনাব কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে এসেছেন?

মীরকাশেম। দুঃস্বপ্ন?—হ্যাঁ—

জগৎশেঠ। কি জনাব?

মীরকাশেম। স্বপ্ন দেখলুম, 'সরাজ আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আপনাদের দেখিয়ে ব'লছে, "কাশেমআলি, ওদের কথায় তুমি নিজে যুদ্ধে না গিয়ে, উদয়নালায় পরাজিত হ'লে—"

জগৎশেঠ। উদয়নালায় পরাজয়!

মীরকাশেম। নিজে যদি সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতুম, তাদের উৎসাহিত করতুম, জয় ছিল আমার অনিবার্য্য।

জগৎশেঠ। আপনার অমূল্য জীবন, আপনি কেন গোলাবারুদের সামনে দাঁড়াবেন হজরৎ! পরাজয় তো আপনার হয়নি! এখনো বলছি, উদয়নালার যুদ্ধে জয় আপনার অনিবার্য্য!

রায়দুর্লভ। শুধু কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে ব'লে—

মীরকাশেম। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধেও আমার পরাজয় হয়নি

রায়দুর্লভ। কাটোয়ার ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ বেইমানী ক'রে ফৌজ হটিয়ে নিলে! গিরিয়ার শের আলি বেইমানী ক'রে পলায়ন—স্বত ইংরাজদের ডেকে এনে, আমারই প্রাপ্য জয়-পতাকা তুলে দিলে

ইংরাজদের হাতে! ইংরেজ আমায় পরাজিত করতে পারেনি এখনো, পরাজিত ক'রেছে আমায়···আমারই সৈন্যাধ্যক্ষদের বেইমানী!

জগৎশেঠ। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জনাব! উদয়নালা দুর্গে আপনার যে বিরাট সেনা সমাবেশ হ'য়েছে, তার তুলনায় ইংরাজ তো মুষ্টিমেয়! রাত্রি পভাতে নবাব সৈন্য যখন আক্রমণ করবে—

মীরকাশেম। আক্রমণ করলে জয় আমার অবশ্যম্ভাবী, সে আমি জানি জগৎশেঠ! আর সে খবর ইংরাজরাও বেশ ভাল করেই জানে। কিন্তু বলেছি তো, ভয় আমার যুদ্ধে নয়,···ভয় আমার বেইমানদের।

রায়দুর্লভ। না, না, জনাব, আপনি ভাববেন না; উদয়নালা দুর্গে কেউ বেইমানী করবে না—

মীরকাশেম। ঠিক বলেছেন রায়দুর্লভ! আমারও মন বলছে, উদয়-নালায় আজ ভয় নেই, কেউ বেইমানী করবে না; যদি কেউ করে, তারা রয়েছে এই মুঙ্গের দুর্গে···আমারই আশেপাশে!

জগৎশেঠ। জনাব কি তবে আমাদের সন্দেহ করছেন?

রায়দুর্লভ। এ আপনার অন্যায় সন্দেহ জনাব! আমরা প্রতিবাদ করছি! আমাদের রাজভক্তি—

মীরকাশেম। জানি, আপনাদের রাজভক্তি সারা বাংলায় সুবিদিত! তাই আপনাদের মত রাজভক্ত প্রজাদের দূরে রাখতে পারলুম না, নিয়ে এলুম আমারই চোখের সামনে এই মুঙ্গের দুর্গে! কিন্তু তাতেও স্বস্তি পাচ্ছি না—আপনাদের নিয়ে আমি কি করি? কোথায় রাখি আপনাদের বলতে পারেন জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ?

জগৎশেঠ। আমাদের মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করুন জনাব! উদয়নালার যুদ্ধে আপনার যে জয় হবে একথা সুনিশ্চিত। আমরা মুর্শিদাবাদে গিয়ে আপনার বিজয়োৎসবের আয়োজন করিগে—

রায়দুর্লভ। এতে আর আপত্তি ক'রবেন না হজরৎ! সে উৎসবের ব্যয়-ভার আমরাই বহন করবো! আমাদের পাঠিয়ে দিন মুর্শিদাবাদে—

মীরকাশেম। আপনাদের মুর্শিদাবাদে পাঠাব!—হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি,, আগে উদয়নালা যুদ্ধ জয়ের সংবাদ আসুক, তারপর আপনাদের মুক্তি—

জগৎশেঠ। কিন্তু আমাদের ধনভাণ্ডার?...নবাব যা বাজেয়াপ্ত ক'রেছেন?

মীরকাশেম। ভুল বলছেন জগৎশেঠ, আপনাদের ধনভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করিনি; অতি সতর্ক প্রহরায় রেখেছি। ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধে আমার জয় পরাজয় নিয়ে আমি যতখানি উৎকণ্ঠিত, তার চাইতে ঢের বেশী উৎকণ্ঠিত দেখছি আপন'রা! তাই অত অগাধ ঐশ্বর্য্য আপনাদের কাছে থাকা যুক্তিযুক্ত নয় মনে করেই তা আমি আপাততঃ আমার কাছে এনে রেখেছি এবং তার ভেতর থেকে সেরা মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎগুলো জহুরী দিয়ে বাছাই ক'রে— এই দেখুন, মালা তৈরী ক'রে গলায় পরেছি!

জগৎশেঠ। এ কি! এযে আমাদের সর্ব্বস্ব! সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান মণি-মুক্তাগুলি আপনি গ্রহণ ক'রেছেন! বহুলক্ষ টাকার ওই মণিমুক্তা—

মীরকাশেম। ভয় নাই শেঠজী, এ পাথরের টুকরোগুলো আপনাদের কাছে যত মূল্যবানই হোক্ না কেন, এর চেয়ে ঢের বেশী মূল্য দিই—আমি আমার দেশের মাটিকে! সেই মাটিকে বিদেশীর পদদলিত করতে যাচ্ছেন আপনারা! এই বাংলার মাটিকে যে দিন মুক্ত করে আনতে পারবো, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও আপনাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে, সে দিন এই বেইমানীর পাথরের মালা আর বুকে রাখবো না—এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে...বুকে লেপন ক'রবো সে দিন...আমার স্বাধীন বাংলার পথের ধূলো—

জগৎশেঠ জনাব,—জনাব —আমাদের ওপর—

মীরকাশেম। বলেছিতো, উদয়-নালা জয় হোক্—আপনাদের মুক্তি দেব, ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে দেব যুদ্ধ জয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আপনাদের ছেড়ে দিতে পারি না,—আপনাদের ঐশ্বর্য্য আপনাদের কাছে রেখে আমি বিশ্বাস ক'রতে পারি না—

(প্রস্থান)

রায়দুর্লভ। শুনলেন সব শেঠজী ?

জগৎশেঠ। হুঁ —শুনলুম—!

স্বরূপচাঁদ আমাদের সর্ব্বদা সন্দেহের চক্ষে দেখে! আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার মতলব!

জগৎশেঠ ভেবেছে উদয়নালায় জয় হবে! আমি বলছি রায়দুর্লভ. এই বন্দীত্ব, এই আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ—এর প্রতিশোধ আমরা নেব রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল—অবিলম্বে উদয়নালা কেল্লার চুড়ায় নবাব মীরকাশেমের ঐ ঝাণ্ডা নামিয়ে দিয়ে সেখানে ওড়াবো আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিজয় পতাকা—

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দকুমার অভিলাষ আপনাদের পরিপূর্ণ শেঠজী! উদয়নালার নবাব পরাজিত!

জগৎশেঠ। কে? দেওয়ান নন্দকুমার! আপনি কি বলছেন? এত শীঘ্র নবাবের পরাজয়?

নন্দকুমার। হ্যাঁ,—আপনাদেরই প্রদত্ত পাথ্রাব সাহায্যে যে ইংরাজ গোলন্দাজটী মুঙ্গের দুর্গ হতে বাইরে যেতে পেরেছিল···সে গিয়ে কোম্পানীর ফৌজকে উদয়নালা ঝিলের গুপ্ত পথে নিয়ে এসেছে

নবাবের দুর্গে। ঘুমন্ত দুর্গবাসী অস্ত্র ধারণের অবকাশ পেলে না, কোম্পানীর তোপের মুখে তারা দলে দলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে!

জগৎশেঠ। বলেন কি! তারপর?

নন্দকুমার। বিজয়োন্মত্ত ইংরাজ সেনা এগিয়ে আসছে মুঙ্গেরের দিকে। তারা নবাব মীরকাশেমকে বন্দী করতে চায়; নবাব মীরকাশেমের মস্তকের মূল্য ঘোষিত হ'য়েছে লক্ষ মুদ্রা,—এই দেখুন ইস্তাহার!

জগৎশেঠ। ও, তাই বুঝি আপনি এসেছেন ইস্তাহার নিয়ে? আসুন, মীরকাশেমকে বন্দী কর্ত্তে আমরা সাহায্য করছি—

নন্দকুমার। মীরকাশেমকে বন্দী ক'রবো?

জগৎশেঠ। তবে?

নন্দকুমার। জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ,—পাপেরও একটা সীমা আছে! এই মুঙ্গেরে নজরবন্দী অবস্থায় নবাব মীরকাশেম ইচ্ছা করলে আপনাদের পতঙ্গের মত টিপে মারতে পারতো। আপনাদের বেইমান জেনেও সে তা করেনি; শুধু তাই নয় আপনাদের সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ক'রেছে! এমন কি, আপনারা যাতে প্রত্যহ গঙ্গা স্নানের নিমিত্ত কেল্লার বাইরে যেতে পারেন, তাই সে আপনাদের নিজ নামাঙ্কিত পাঞ্জা ব্যবহার করতে দিয়েছিল। মুসলমান হ'য়েও হিন্দুধর্ম্মের ওপর শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রে যে পাঞ্জা মীরকাশেম আপনাদের হাতে তুলে দিল, সেই পাঞ্জার সাহায্যে আপনারা ডেকে আনলেন ··মীরকাশেমের এই মৃত্যুতুল্য পরাজয়!

জগৎশেঠ। দেওয়ান নন্দকুমার—

নন্দকুমার। যে দেশদ্রোহিতা ক'রেছেন, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। কিন্তু আর নয়···আপনাদের পাপের তরী কানায় কানায় পূর্ণ; ঐ দেখুন, দুর্গ নিয়ে গঙ্গায় জলরাশি ফুলে উঠেছে! এখনো সময়—

আছে, প্রায়শ্চিত্ত করুন, নবাবকে নিরাপদে মুঙ্গের দুর্গ হ'তে বাইরে নিয়ে যেতে আমায় সহায়তা করুন।

জগৎশেঠ। সে কি! নবাব মীরকাশেমকে আমরা পলায়নে সাহায্য করবো! কখনো না!

নন্দকুমার। বেশ—সরে দাঁড়ান! আমি যাব নবাবকে নিয়ে মুঙ্গের দুর্গ ত্যাগ ক'রে—

জগৎশেঠ। কখনো না, সে আমরা হতে দেব না! আপনি যান, এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে চলে যান,—

রায়দুর্লভ। মীরকাশেমকে আমরা ধরিয়ে দেব কোম্পানীর কাছে।

নন্দকুমার। কী—ধরিয়ে দেবে! আমি উপস্থিত থাকৃতে?

জগৎশেঠ। তোমাকেও আর অধিকক্ষণ এখানে উপস্থিত থাকতে হবে না নন্দকুমার। তোমাকেও দেখ, কেমন ক'রে—এই মুহূর্ত্তে বন্দী করি! কৈ হ্যায়—

(মীরকাশেমের প্রবেশ)

মীরকাশেম। কাকে বন্দী করতে হবে, হুকুম করুন শেঠজী—

জগৎশেঠ। একি নবাব! হজরৎ, এই বেইমান এসেছে উদয়নালায় আমাদের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে! ওর হাতে দেখুন ইস্তাহার! ও এসেছে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে!

মীরকাশেম। উদয়নালায় পরাজয়? মীরকাশেমের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! নন্দকুমার, তুমি এসেছ কোম্পানীর হ'য়ে আমায় গ্রেপ্তার করতে?

জগৎশেঠ। শাস্তি—অপরাধীকে শাস্তি দিন জনাব!

মীরকাশেম। শাস্তি!—কঠোর শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও ব্রাহ্মণ—

নন্দকুমার। অপরাধী হইতো শাস্তি গ্রহণে আমি প্রস্তুত জনাব!

কিন্তু আপনার প্রদত্ত পাঞ্জার সাহায্যে যারা শত্রুকে পথ দেখিয়ে কেল্লায় নিয়ে আসে…তাদেরও শাস্তি দিন হজরৎ!

জগৎশেঠ। নন্দকুমার—

নন্দকুমার। ঐ ঐ শুনুন, কোম্পানীর বাদ্যধ্বনি! ওরা আস্‌ছে মুঙ্গের দুর্গ দখল করতে! জনাব, বাংলা বিহার উড়িষ্যার মালেক, বান্দাকে প্রাণদণ্ড দিতে চান তো…সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব! কিন্তু তার আগে, দয়া করে চলুন আমার সঙ্গে; আমি আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি এদের কবল হ'তে অযোধ্যার সীমায়।

মীরকাশেম। অযোধ্যায়! তোমার সঙ্গে!

জগৎশেঠ। বিশ্বাস করবেন না জনাব,—বেইমানকে বিশ্বাস করবেন না—

মীরকাশেম। না,—বিশ্বাস করবো না। সারা জীবন বেইমানের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি; মৃত্যুকে সামনে দেখে—আর বেইমানের কথায় ভুলবো না! নন্দকুমার, তোমায় আমি শৃঙ্খলিত করবো।

নন্দকুমার। ঐ কোম্পানির বাদ্যধ্বনি আরও কাছে! হজরৎ, আমায় শৃঙ্খলিত না করে—আপনি যদি কিছুতেই দুর্গত্যাগ করতে না চান, তা হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তে বন্দীত্ব স্বীকার করছি। কে আছ, শৃঙ্খল পরাও,—শৃঙ্খল পরাও,—

মীরকাশেম। আঃ, ওদিকে নয়; তোমায় শৃঙ্খল ওরা পরাবে না—তোমায় শৃঙ্খলিত করবে নিজের হাতে এই কাশেম আলি খাঁ—

(জগৎশেঠ প্রভৃতির মণিবক্ষে যে মালা তৈরী করিয়াছিলেন সেই মালা নন্দকুমারের গলায় পরাইয়া দিলেন)

নন্দকুমার। হজরৎ।

মীরকাশেম। হজরৎ নয়। বল…মীরকাশেম, বল… ভাই। নবাবী আমার ফুরুঃ! দুনিয়ার পথে ফকিরি নিয়ে যাত্রা করবার আগে, তোমায় এই মালা পরিয়ে দিয়ে গেলুম! এই মালার প্রতিটি পাথর এক একটি বেইমানের হৃদ্‌পিণ্ড! যখনই দেশের ডাকে সাড়া দেবে, জাতির দুঃখ মোচনের দায়িত্ব নিয়ে অত্যাচারের সামনে এসে দাঁড়াবে—এই মালা যেন পূর্ব্বাহ্নে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, সাবধান ওরে মুশাফির, ওরে সাহস, সাবধান,…তোর গলার নীচে ঝুলছে, রক্ত-পিপাসু ক্ষুধার্ত্ত বেইমান! বাদ্যধ্বনি)

নন্দকুমার। হজরৎ, -জনাব,—শত্রু যে এসে পড়লো।

মীরকাশেম। ভয় আজ আমার জন্য নয়, ভয় তোমার জন্য। আমার আলো নিভে গেছে, তোমার আলো নূতন ক'রে জ্বলে উঠেছে। সে আলো জ্বালিয়ে রাখতে পারলে, হয়তো এখনো এ হতভাগ্য দেশের একটু উপকার হতে পারে! তুমি যাও,—শীঘ্র যাও নন্দকুমার, দুর্গের পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে বাংলায় ফিরে যাও। (নন্দকুমারকে বাহির করিয়া দিলেন। জগৎশেঠ প্রভৃতি তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল; তাদের বাধা দিলেন) দাঁড়ান, আপনারা কোথায় যাবেন? ইংরাজের সঙ্গে যোগ দিতে?

জগৎশেঠ। কখনও না! আমরা যাব জনাবের সঙ্গে।

মীরকাশেম! আমার সঙ্গে! আবার যদি কখনো উদয়নালা রচনা করতে পারি,—সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকারের গুপ্তপথ শত্রুকে চিনিয়ে দিতে যে আমার নামাঙ্কিত পাঞ্জা চাই জগৎশেঠ! কোথায় আমার পাঞ্জা?

জগৎশেঠ। আমরা জানি না হজরৎ!

মীরকাশেম। জানেন না! আমি গঙ্গাস্নানে কেল্লার বাইরে যেতে যে

পাঞ্জা দিয়েছিলুম, সেই পাঞ্জার সাহায্যে আপনারা বেইমানী করেন নি ?

জগৎশেঠ। না, মিথ্যা কথা। নন্দকুমার মিথ্যা কথা বলেছে জনাব।

মীরকাশেম। নন্দকুমার মিথ্যা কথা বলেছে ? উত্তম সে পাঞ্জা কোথায় ?

জগৎশেঠ। সে পাঞ্জা হারিয়ে গেছে—

মীরকাশেম। কোথায় হারিয়েছেন ? গঙ্গায় ডুব দিতে গিয়ে বোধ হয় গঙ্গার জলে ?

জগৎশেঠ। হ্যাঁ, তাই হবে, -গঙ্গার জলেই বোধ হয়

মীরকাশেম। উত্তম। আপনাদের ওপর যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রেছিলুম, আপনাদের কাছে যে বিশ্বাস গচ্ছিত রেখেছিলুম···সেই বিশ্বাস আপনাদের ফিরিয়ে দিতে হবে, পাঞ্জা আমি চাই। গঙ্গার অতল জল হ'তে খুঁজে আনুন। সমরু। মার্কার। (সমরু ও মার্কার প্রবেশ করিয়া তাহাদের ধরি· , এ জন্মে হোক—জন্মান্তরে হোক্ স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা ফিরিয়ে আনতে হবে ।...যান জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ, স্বরূপ চাঁদ, রায়দুর্লভ,—ঐ অতল জলস্রোত হতে ফিরিয়ে আনুন আমার গচ্ছিত বিশ্বাস, ফিরিয়ে আনুন স্বাধীন বাংলার নবাবী পাঞ্জা। সমরু, মার্কার, নিয়ে যাও এদের—

জগৎশেঠ। কোথায় ?

মীরকাশেম। কোথায়। ঐ দুর্গ প্রাকার হ'তে নিক্ষেপ কর ওদের নিম্নে ঘূর্ণায়মান গঙ্গা প্রবাহের কাল গহ্বরে !

[জগৎশেঠ প্রভৃতিকে সমরু ও মার্কার গঙ্গার দিকে টানিয়া লইল ; তাহাদের আর্ত্তনাদের মধ্যে যবনিকা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খোস্‌বাগ ; সিরাজের কবর।

[নন্দকুমার ও মণিবেগম]

নন্দকুমার। খোস্‌বাগ, খোস্‌বাগ, নবাব আলীবর্দ্দী ও নবাব সিরাজদ্দৌলার কবরখানা—এই খোস্‌বাগ !

মণিবেগম। কিন্তু এ নির্জ্জন কবরখানায় এসেও তো স্বস্তি পাচ্ছি না মহারাজ নন্দকুমার ! কাদের চাপা কান্না ধেয়ে আসছে আমাদের পিছু পিছু ; এখানে এসে ঐ কবরের তলায় আছড়ে পড়ছে যেন আর্ত্তনাদ ক'রে ! কোথায় গেলে রেহাই পাব, বলতে পারেন মহারাজ ?

নন্দকুমার। কান্না কোথায় বেগম সাহেবা ? ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সমস্ত বাংলাকে শ্মশান ক'রে দিয়ে গেছে। দেশে মানুষ নেই, স্তূপিকৃত নরকঙ্কালের মাঝে বইছে ঝোড়ো হাওয়া ! কঙ্কালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আর্ত্তনাদ জাগছে, তাকেই আজ ভুল হচ্ছে মানুষের কান্না বলে ! দেশে তো কাঁদবার মানুষ নেই বেগম সাহেবা !

মণিবেগম। শুনেছি, শুধু কোল্‌কাতায় ছিয়াত্তর হাজার, আর গোটা বাংলায় এক কোটী লোক মরেছে এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে। খোদাতালা যখন শাস্তি দিতে চান মানুষকে—

নন্দকুমার। খোদাতালা নন বেগম সাহেবা,...খোদার ওপর খোদকারী

করছেন···দেশের বর্ত্তমান শাসকমণ্ডলী! ছিয়াত্তরের এ মন্বন্তরের জন্য প্রধানতঃ দায়ী দেওয়ান রেজা খাঁ, ব্যক্তিগত স্বার্থে অনুপ্রাণিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ!

মণিবেগম। মহারাজ!

নন্দকুমার। সিরাজদ্দৌলা নেই—কে তাদের শাসন ক'রবে? কাশেম আলি নেই,—কে ওদের অবাধ লুণ্ঠনে প্রতিবাদ করবে?

মণিবেগম। জাফর আলিও কিন্তু শেষ জীবনে কোম্পানীর অত্যাচারে বি·ক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন!

নন্দকুমার। জাফর আলি প্রতিবাদ ক'রতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ ক'রতে ভরসা পান নি। কাশেম আলির শেষ পরাজয় ও দেশত্যাগের পর, নবাব মিরজাফরের দেওয়ানীর আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করলুম। প্রতি পদে কোম্পানীর সঙ্গে কলহ, দারুণ বিরোধ!··· যেখানে নবাবের স্বার্থ, আমার দেশের স্বার্থ বিজড়িত,···সেখানেই কোম্পানীর সঙ্গে কলহ হ'য়ে উঠলো অনিবার্য্য!

মণিবেগম। সেই ঘনায়মান বিরোধের মাঝখানে দুশ্চিন্তা-পীড়িত হতভাগ্য নবাব জাফর আলি ইহলোক ত্যাগ করলেন! অভিশপ্ত মসনদে বসলো আমার পুত্র নাজামউদ্দৌলা, সৈফ্‌উদ্দৌলা! অকালে তারাও চলে গেল দুনিয়ার খেলা শেষ ক'রে!

নন্দকুমার। আজ মসনদে ব'সেছে মোবারেকউদ্দৌলা! সে আপনার পুত্র নয়, নবাব জাফর আলির ঔরসজাত বিব্বু বেগমের পুত্র—ঐ বালক মোবারেকউদ্দৌলা। তবু এমনি বিচিত্র, বিব্ব বেগম তাঁর গর্ভজাত সন্তানের অভিভাবিকা হ'তে পারলেন না! কোম্পানী নবাবের অভিভাবিকা নিয়োগ ক'রলো আপনাকে—অর্থাৎ তার বিমাতাকে!

মণিবেগম। বিমাতা হ'য়েও আমি নবাব মোবারেকউদ্দৌলার অভিভাবিকা নিযুক্ত হ'য়েছি শুধু কোম্পানীর দয়ায় ! হেষ্টিংস সাহেবকে দেড় লক্ষ টাকা নজরাণা দিতে হ'য়েছে সেজন্য কান্ত মুদীর ভ্রাতা নৃসিংহের মারফতে !

নন্দকুমার। নজরাণা ! নজরাণা ! হেষ্টিংস এবং কান্ত মুদী প্রমুখ হেষ্টিংসএর প্রসাদ-পুষ্ট যারা·· তাদের মধ্যে কে না নিচ্ছে ঐ নজরাণার নাম ক'রে প্রকাশ্য উৎকোচ ? আমায় কোম্পানী জানে তাদের শত্রু ব'লে, তাই মিরজাফরের মৃত্যুর সঙ্গে, আমাকে সরিয়ে দেওয়ানী দিয়েছে তারা মহম্মদ রেজা খাঁকে ! রেজা খাঁ কম উৎকোচ দিয়েছে মনে করেন বেগম সাহেবা ? আমার পুত্র রাজা গুরুদাস আজ যে, মোবারেকউদ্দৌলার গৃহ-কার্য্যের দেওয়ানী পেয়েছে, সে মনে ক'রবেন না কোম্পানীর অনুগ্রহ ; প্রচুর উৎকোচ দিতে হয়েছে সেজন্য হেষ্টিংস সাহেবকে !

মণিবেগম। তাই নাকি ? তাই আপনাকে কোম্পানির শত্রু জেনেও—

নন্দকুমার। কোম্পানির শত্রু জেনেও ওই হেষ্টিংস সাহেবই আজ দিতে পারে আবার আমায় বাংলার দেওয়ানী···যদি রেজা খাঁর চেয়ে অধিক পরিমাণে উৎকোচ সরবরাহ ক'রতে পারি,—আর হেষ্টিংস সাহেবকে উঠ্‌তে বসতে সেলাম ঠুকতে পারি—

মণিবেগম। মহারাজ—

নন্দকুমার। রেজা খাঁকে আমি সরিয়ে দেব ; দেওয়ানী যে ক'রে হোক্ আবার আমি গ্রহণ ক'রবো···তার জন্য কোম্পানির সহায়তা প্রয়োজন হ'লে, সে সহায়তাও আমি গ্রহণ ক'রবো। চাণক্যের নীতি "কন্টকেনৈব কণ্টকম্'' ; আগে দেওয়ানী পাই, তারপর দেখবো দেশব্যাপী এই অত্যাচার, অনাচারের হাত থেকে আমার নরীহ স্বদেশবাসীকে মুক্তি দিতে পারি কি না !

মণিবেগম। আমি জানি, আপনি পারবেন। সমস্ত দেশের ভেতর··· প্রবল এই অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে···একমাত্র আপনার সাহস আছে মহারাজা, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে! আপনি আসুন, নবাব মোবারেকউদ্দৌলার পার্শ্বে এসে দাঁড়ান।

নন্দকুমার। মোবারেকউদ্দৌলাকে যে এ দেশ চায় না বেগম সাহেব—!

মণিবেগম। চায় না? সে বালকের অপরাধ?

নন্দকুমার। অপরাধ তার নয় অপরাধ তার পিতামাতার। নবাব মিরজাফরের পুত্র ব'লে সে আজ দেশের সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত। সমস্ত বাঙালীর ভালবাসা, সমস্ত বাঙালীর অনুকম্পা—আজ খোসবাগের এই কারথানায় ভিখারিণী লুৎফউন্নিসা আর তার কন্যা উম্মৎ জহরৎকে ঘিরে রয়েছে!

মণিবেগম। সে কথা আমিও বহুবার ভেবেছি। ভেবে শেষে স্থির ক'রেছি—ঐ উম্মৎ জহরৎকে আমি গ্রহণ ক'রবো—মোবারেক-উদ্দৌলার ভাবী বেগমরূপে! কেমন হবে মহারাজ?

নন্দকুমার। সে যদি হ'তো···সে যদি সম্ভব হ'তো বেগম সাহেবা······ মোবারেকউদ্দৌলার পার্শ্বে মুর্শিদাবাদের মসনদ অলঙ্কৃত ক'রতো যদি আবার সিরাজনন্দিনী···তা হ'লে সমস্ত দেশ ধেয়ে আসতো আনন্দ কলরবে এই পরিত্যক্ত মুর্শিদাবাদের পানে। হয়তো এদেশ আবার জাগতো, আবার হয়তো কোম্পানির ঝাণ্ডার পরিবর্ত্তে ওখানে অধিষ্ঠিত ক'রতে পারতো—স্বাধীন বাংলার গৌরব পতাকা। ···কিন্তু···কিন্তু সে বুঝি হবার নয়!

মণিবেগম। কেন হ'বে না? লুৎফউন্নিসা আজ দারিদ্র্য পীড়িত, এই কবরখানা তার আশ্রয়! তার কন্যাকে যদি কবরখানা হ'তে বাংলার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাই, সে তো তার আনন্দের কথা, গৌরবের কথা!

নন্দকুমার। গৌরবের কথা!

মণিবেগম। কে গান গাইছে…লুৎফউন্নিসা!—

নন্দকুমার। সিরাজের কবরে ফুল দিতে আসছে!…আসুন, আমরা অন্তরালে যাই—

[অন্তরালে গমন]

(লুৎফার প্রবেশ।…
গান গাহিতে গাহিতে কবরে ফুল দিতে লাগিলেন)

গান

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়,
নীরবে ঘুমায়ে থাকো।
বহ ভাগীরথী মৃদুল ছন্দে,
ঘুম যেন ভাঙ্গে নাকো।
সমীরণ বহ মন্থর পায়,
ক্লান্ত হেথায় সিরাজ ঘুমায়;
অসীম আকাশ অনিমিখ্ আঁখি
প্রহরী সমান জাগো।

নন্দকুমার। (প্রবেশ করিয়া) বেগম সাহেবা!

লুৎফউন্নিসা। কে তুমি? সেই ব্রাহ্মণ! নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্ম্মর-মূর্ত্তি তৈরী করিয়েছিলে তুমি না?

নন্দকুমার। হ্যাঁ, বেগম সাহেবা! সে মূর্ত্তি কোথায়?

লুৎফউন্নিসা। ঐ গঙ্গায়!

নন্দকুমার।—গঙ্গায়?

লুৎফউন্নিসা। আচ্ছা, রামপ্রসাদ সাধক আছে একজন—?

নন্দকুমার। আছেন বেগম সাহেবা,—তিনি আমাদের মায়ের নাম গান করেন—

লুৎফউন্নিসা। সেই রামপ্রসাদ একদিন গান গেয়ে যাচ্ছিল, "মা আমায় ঘুরাবি কত, যেন চোখ বাঁধা বলদের মত" ; নবাব তখন বজরায় প্রমোদ বিহার করছিলেন। রামপ্রসাদের গান শুনে তাঁর দু চোখে হঠাৎ হুহু ক'রে জল নেমে এল'. ডেকে আনলেন সেই ক্ষ্যাপা বাউলকে বজরায়, নিজের খাস কামরায়! অনেকক্ষণ তার গান শুনলেন—তারপর—

নন্দকুমার। তারপর—?

লুৎফউন্নিসা। জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুর, তোমার মা কোথায়?" ঠাকুর দেখিয়ে দিল নীল আকাশ, ভাগীরথীর শ্যামল তটভূমি! নবাব কি ভাবলেন জানি না,—আবার দেখলুম তাঁর দুই চোখে জলধারা! —তারপর পলাশীর যুদ্ধ...! সেই হ'তে ঠাকুরের সঙ্গে আর নবাবের দেখা হয় নি—

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা!

লুৎফা। আপনার কাছ থেকে যে দিন নবাবের মর্ম্মর মূর্ত্তি নিয়ে আসি সেইদিন আবার শুনলুম সে রামপ্রসাদী গান! মনে হ'লো, গঙ্গার ভেতর থেকে ঠাকুর..."মা মা" ব'লে কাঁদছে! নবাব ঐ গান ভালবাসতেন, তাই তাঁর মূর্ত্তি গঙ্গার জলে নামিয়ে দিয়ে, ফিরে এলুম এই কবর খানায়! (কবরের দিকে চাহিয়া) ওকি! দেখুন —দেখুন—

নন্দকুমার। কি?

লুৎফা। কবরের ওপর ফুলগুলো দেখছেন?

নন্দকুমার। ওকি! লাল পলাশ?

লুৎফা। পলাশ নয়। অম্লান-শুভ্র-কুসুমদামে সাজিয়ে দিই নবাবের সমাধি; সেই সাদা ফুল আপনা হ'তে অমনি লাল হ'য়ে যায়! কবর ভেঙে উঠছে সিরাজের রক্ত·· সেই রক্তে সব ফুল লাল হ'য়ে যায়! খোসবাগ ছেড়ে সারা মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গোটা বাংলা···লালে লাল হ'য়ে গেল! এ লাল রঙের বন্যা · কেউ থামাতে পারবে না, কেউ থামাতে পারবে না!

(মণিবেগম সামনে আসিলেন)

মণিবেগম। কেন পারবে না বেগম সাহেবা?···আপনি যদি—

লুৎফা। কে তুমি?

নন্দকুমার। পরলোক-গত নবাব মিরজাফরের বেগম, এবং বর্ত্তমান নবাব-নাজীম মোবারেকউদ্দৌলার অভিভাবিকা মণিবেগম।

লুৎফা। —মণিবেগম····তোমায় যেন কোথায় দেখেছি!···হ্যাঁ, মনে পড়েছে; নবাব সিরাজদ্দৌলা ও এক্রামউদ্দৌলার বিবাহ উৎসবে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ একদল নাচওয়ালী আনিয়েছিলেন সেকেন্দ্রা না দিল্লী থেকে! দলের মালিক ছিল বিশু বেগ!···নবাবের বিবাহ উৎসবের সেই বাঈজী মণিবেগম···তুমি! তুমিই না দশহাজার তঙ্কা ইনাম পেয়েছিলে···নেচে?

মণিবেগম। হ্যাঁ।

লুৎফা। —ওঃ সেই বাঈজী!···তুমি এখন নবাবের অভিভাবিকা! নবাবকে তুমি পরিচালিত কর?···আর রাজত্ব?

নন্দকুমার। রাজত্ব পরিচালনা করে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি। তারা দিল্লীর বাদশাহের কাছে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছে! নবাব মোবারেকউদ্দৌলা এখন কোম্পানির বৃত্তিভোগী!

লুৎফা। —চমৎকার! ওই কোম্পানির কুঠিয়াল ওয়াট্‌স, একদিন

নবাবের ভয়ে জেনানা সওয়ারীর পাল্কীতে চেপে, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে লুকিয়ে যেত, মিরজাফরের সঙ্গে বেইমানীর ষড়যন্ত্র ক'রতে! সেই সমুদ্র পারের বিলাইতি বেনিয়া কোম্পানী আজ গুণে নিচ্ছে সুবে বাংলার রাজস্বের তঙ্কা! আর কাঠের পুতুল নবাবকে মসনদে বসিয়ে সারা বাঙালী জাতকে পুতুল নাচে মশগুল রেখেছে···বিশুবেগের সেই দশহাজারী নাচওয়ালী মণিবাঈজী! চমৎকার!—

নন্দকুমার। বেগম সাহেবা, অতীতের পাপ অতীতেই চাপা থাক্। এখন আমাদের এই ভয়াবহ বর্ত্তমানের মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে,—এগিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যতের পানে! সিরাজ নেই,—মিরকাশেম নেই,—জাফর আলি নেই,···মসনদে এখন বালক মোবারেকউদ্দৌলা! ···সেই বালক যাতে সমস্ত জাতির ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হ'তে পারে, সেই ব্যবস্থা আপনাকে ক'রতে হবে,—আপনার কাছে সেই প্রার্থনা নিয়ে এসেছেন মণিবেগম।

লুৎফা। আমার কাছে প্রার্থনা!···আমি কি ক'রবো?

মণিবেগম। আপনি আপনার কন্যা উম্মৎ জহরৎকে আমায় দান করুন—

লুৎফা। দান ক'রবো!

নন্দকুমার। উম্মৎ জহরত যদি মোবারেকউদ্দৌলার পার্শ্বে দাঁড়ায়, তবে ঐ উম্মৎ জহরতের মুখ চেয়ে সমস্ত দেশ মোবারেকউদ্দৌলাকে ভালবাসবে! বাংলার নবাব তা হ'লে হয়তো সত্য সত্য একদিন বাঙালীর নবাব হবে।

মণিবেগম। দিন বেগম সাহেবা, উম্মৎ জহরৎকে আমি মোবারেক-উদ্দৌলার জন্য প্রার্থনা করছি—

লুৎফা। আমি বুঝতে পারছি না…এ কথার অর্থ কি ? উন্মৎ জহরতকে তোমরা—

মণিবেগম। মোবারেকউদ্দৌলার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই।

লুৎফা। কি !…এত স্পর্দ্ধা !…নাচওয়ালী মণিবেগম !—

মণিবেগম। ক্রুদ্ধা হবেন না,—মোবারেক উদ্দৌলা আমার গর্ভজাত নয় —সে নবাবের বিবাহিতা পত্নী বিব্বু বেগমের সন্তান—

লুৎফা। তবু যাকে প্রার্থনা করছ, সে সুবে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের কন্যা ; আর যার জন্য প্রার্থনা করছ, সে নাচওয়ালীর পুত্র না হ'লেও—বেইমান জাফর আলির পুত্র, যে জাফর আলিকে সমস্ত দেশ ব'লে থাকে ক্লাইভের গর্দ্দভ !

মণিবেগম। বেগম সাহেবা !—

লুৎফা। —সে হবে না, সে কিছুতে হ'বে না—!

(উন্মৎ জহরৎ ও মোবারেকউদ্দৌলার প্রবেশ।…
উন্মৎ জহরতের হাতে একটী সিংহমূর্ত্তি)

মোবারেক। দাও—দাও বলছি—

জহরৎ। না না, কিছুতে নয়…কিছুতে দেব না—

মণিবেগম। মোবারেকউদ্দৌলা ; কি হয়েছে ?

মোবারেক। ঐ…আমার সিংহ। আমি খেলা করছিলুম, কখন বাজের মত ছোঁ মেরে নিয়ে এলো আমার ঐ সিংহ। এখনো ফিরিয়ে দাও বলছি…।

জহরৎ। না—না কখ্খনো—দেব না !—ফিরিয়ে দেবে !…কখ্খনো দেব না—

লুৎফা। জহরৎ—উন্মৎ জহরৎ, শোনো—

জহরৎ। সিংহ তোমার হাত থেকে গড়িয়ে এসে প'ড়েছে—আমার

পায়ের তলায়! এ পুতুল আমি ছাড়বো কেন? কিছুতেই ছাড়ব না।

মণিবেগম। তোমায় যদি ওর চেয়ে ভাল পুতুল দিই—

জহরৎ। এর চেয়েও ভালো! কই দেখি?

মণিবেগম। এই পুতুল! (মোবারেককে দেখাইয়া) কেমন…পছন্দ হয়?

জহরৎ। বেঠে—আর নাদুস নুদুস! দেখি,…মাগো, মুখখানার কী ছিরি!—যেন গাধার মত—

মোবারেক। কি! আমি গাধা—?

জহরৎ। হু—তোমার চেয়ে আমার এই সিংহ ঢের ভালো—　[প্রস্থান

মোবারেক। চলে গেল—আমার পুতুল নিয়ে চলে গেল—। এই সেপাই,…পাকড়ো…।

লুৎফা। বাংলা মুলুকের-নবাব! একটা বাচ্চা মেয়ের হাত থেকে পুতুল কেড়ে আনবার ক্ষমতাটুকুও নেই তোমার? তার জন্যেও করুণ চোখে অভিযোগ জানাতে হচ্ছে! সেপাই ডাকতে হচ্ছে! দাঁড়াও আমি পুতুল এনে দিচ্ছি।

মণিবেগম। শুধু পুতুল নয়—

লুৎফা। তবে—?

মণিবেগম। বল, সেই সঙ্গে তোমার কন্যাকেও আনবে নবাব মোবারেক-উদ্দৌলার জন্যে!

লুৎফা। এ প্রশ্নের জবাব তো আমার কন্যা নিজেই দিয়ে গেছে!

মণিবেগম। কি জবাব?

লুৎফা। শুনলে না,—উন্মৎ জহরৎ ব'লে গেল, নবাব সিরাজদ্দৌলার কন্যার যদি কখনো কোনো যান-বাহনের আবশ্যক হয়,—সে আরোহণ ক'রবে দুর্দ্দান্ত সিংহের পৃষ্ঠে, ঐ কোম্পানীর গর্দ্দভের পৃষ্ঠে নয়।　[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতায় নন্দকুমারের গৃহ।

(ক্ষমাদেবী ও গুরুদাস)

ক্ষমাদেবী। মহারাজের পত্রে এ তো বড় দুঃসংবাদ শুনলুম গুরুদাস! রাণীভবানীর বাহারবন্দ্ পরগণা হেষ্টিংস সাহেব কেড়ে নিয়েছেন! ও পরগণা কি রাণীভবানীর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না?

গুরুদাস। অন্ততঃ হেষ্টিংস সাহেব তাই বলছেন! কিন্তু—

ক্ষমা। —কিন্তু?

গুরুদাস। রংপুরের বাহারবন্দ্ পরগণা ছিল রাণী সত্যবতীর; তীর্থ যাবার সময় প্রাতঃস্মরণীয়া নাটোরের মহারাণী ভবানীকে তিনি ঐ পরগণা দান ক'রে যান। এমন কি রংপুরের কালেক্টর গুড্ল্যাড্ সাহেব বাহারবন্দের বিবরণীতে ও পরগণা রাণীভবানীর জমিদারী ব'লেই স্বীকার ক'রে গেছেন। আজ হঠাৎ হেষ্টিংস সাহেব বলে বসলেন, বাহারবন্দ্ কোম্পানীর সম্পত্তি, রাণী ভবানীর তাতে কোন অধিকার নেই! তিনি ও পরগণা ইজারা দিলেন তাঁরই মুন্সী কান্তমুদীর ছেলে লোকনাথ মুদীকে—

ক্ষমাদেবী। বাহারবন্দের প্রজারা এ বিষয়ে কি বলছে?

গুরুদাস। তারা বিদ্রোহ ক'রেছে! রাণী ভবানীকে ছাড়া অন্য কাউকে তারা রাজস্ব দেবে না, এই তাদের সঙ্কল্প। তাদের দমন করবার জন্য কলকাতা থেকে ফৌজ যাচ্ছে। কালেক্টর গুড্ল্যাড্ সাহেবের ওপর হুকুম হ'য়েছে…হেষ্টিংসএর বেনিয়ান কান্তমুদিকে জোর ক'রে রাজস্ব আদায়ে সহায়তা ক'রতে।

ক্ষমাদেবী। এক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সারা দেশ উজাড় ক'রে দিয়ে গেল ; মৃতপ্রায় যারা অবশিষ্ট রইল, তাদের উপর, সেই নিরীহ মুমূর্ষু প্রজাদের ওপর...কোন প্রাণে ওরা অত্যাচার করতে চায় ? ওদের প্রাণে একটু মায়া মমতা নেই ?

গুরুদাস। মায়া মমতা ! প্রজার দুঃখে ওদের প্রাণ যে কেঁদে উঠেছে ! জানোনা মা, হেষ্টিংস সাহেব বলছেন,...রাণীভবানী এতকাল বাহারবন্দ্ পরগণা সুচারুরূপে শাসন করতে পারেন নি ; তিনি স্ত্রীলোক কিনা, তাই রাজকার্য্যে অক্ষম—!

ক্ষমাদেবী। বল কি গুরুদাস ! বেনিয়া কোম্পানীর লাট সাহেবের স্পর্দ্ধা শুনে যে অবাক হয়ে যাই—! যে রাণীভবানী অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরী ছিলেন, নবাব আলিবর্দ্দীর সময় দুরন্ত মারাঠা বর্গীর অত্যাচার হ'তে যিনি অর্দ্ধবঙ্গকে পরম বিচক্ষণতার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছেন...বেনিয়া কোম্পানীর কলম পেশা কেরাণী হ'তে আজ লাটের তক্তে ব'সে হেষ্টিংস তাঁকে বলছে কিনা রাজ্য শাসনে অপারগ !

গুরুদাস। রাণী ভবানী স্ত্রীলোক ; তিনি রাজ্য শাসন করতে পারলেন না ! চমৎকার শাসন করবে এবার হেষ্টিংসের বেনিয়ান কান্তমুদীর সেই অজাত-শ্মশ্রু বালক পুত্র লোকনাথ মুদী !

ক্ষমাদেবী। কান্তমুদী হেষ্টিংসের আশ্রিত ; অতি প্রিয়পাত্র ! কিন্তু তাই বলে রাণী ভবানীর ওপর এমনি অবিচার হবে, সেই আশ্রিতজনকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে ? শুনেছি ইংরাজ জাতি স্বাধীন, সুসভ্য ; কিন্তু এই কি তাদের সভ্যতা গুরুদাস ?

গুরুদাস। সমস্ত জাতিকে দোষ দিও না মা ! হাজার হ'লেও তারা স্বাধীন, স্ব-প্রতিষ্ঠিত, কর্ম্মকুশল—! স্বাধীন জাতি কখনো মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হয় না।

ক্ষমাদেবী। তবে...

গুরুদাস। ইংরাজ জাতির কারা এদেশে এসেছে জান? অক্ষম, অমানুষ বলে যাদের দেশে ঠাঁই হল না, শুধু তারা এসেছে ভারতে—ভাগ্য অন্বেষণ করতে। বেনিয়াগিরি করতে করতে, হঠাৎ পেলে এত বড় রাজত্ব; তাই দিশে হারা হয়ে পড়লো তারা ঐশ্বর্য্যের মাদকতায়।

ক্ষমাদেবী। আমি মহারাজের কাছেই শুনেছি, স্বেচ্ছাচার পরায়ণ—ঐ সব বেনিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করতে ইংলণ্ডে স্থাপিত হ'য়েছে পরিচালক সভা। ওদের অত্যাচার কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে তোমার পিতৃদেব পাঠিয়েছিলেন সেই বিচার সভার কাছে, তাই আজ ইংলণ্ড থেকে আদেশ এসেছে হেষ্টিংস সাহেবের কাছে, তার অন্যায় আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে!

গুরুদাস। ...এবং তাই হুকুম এসেছে মা, "রেজা খাঁর অপরাধের তদন্ত কর"...এবং সে তদন্তে হেষ্টিংস সাহেব আজ যে উপযাচক হ'য়ে আমার পিতার সাহায্য নিয়েছে, সেও ঐ ইংলণ্ডের পরিচালক সভারই আদেশে;—স্বেচ্ছায় নয়।

ক্ষমাদেবী। মহারাজ আশা করেন—রেজা খাঁ অপসৃত হবে এবং বাংলার দেওয়ানী কোম্পানী আবার দেবে মহারাজকে।

গুরুদাস। পিতার এ আশাও অমূলক নয় মা! ইংলণ্ডের পরিচালক সভা আদেশ ক'রেছেন যোগ্যতম ব্যক্তিকে দেওয়ানী দিতে। এ বিষয়ে সারা বাংলায় আমার পিতার চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি কে আছে মা? পিতা দেওয়ানী পাবেন, সেই সঙ্গে বাংলার দুঃখী প্রজাদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠবে।

ক্ষমাদেবী। তবু...আমার বড় ভয় হয় গুরুদাস!

গুরুদাস। কি ভয় মা?

ক্ষমাদেবী। ভয় হয়, কোম্পানীর সঙ্গে আবার মহারাজের কলহ বাধবে, এবং সেই কলহের ফল বড় ভয়াবহ!—বড় অকল্যাণকব!

গুরুদাস। মা,—

ক্ষমাদেবী। কেন জানি না,—সেই দলিল যে দিন হাতে পেলুম, সেই দিন হতে আমার সারা মন সর্ব্বক্ষণেব জন্য অস্বস্তিতে ছেয়ে গেছে! ওই সর্ব্বনাশা দলিল—

গুরুদাস। কোন দলিল মা?

ক্ষমাদেবী। বুলাকী দাসের দলিল; মহারাজের কথায় সিন্ধুকে তুলে রেখেছিলুম; ঐ যা···কি সর্ব্বনাশ!

গুরুদাস। কি হল মা?

ক্ষমা। একটু আগে সিন্ধুক খুলেছিলুম, কিন্তু সে দলিল সেখানে দেখেছি বলে তো মনে হচ্চে না! যাই, আমি সিন্ধুক খুলে দেখে আসি—

গুরুদাস। দাঁড়াও মা, ভয় করোনা! সে দলিল সিন্ধুকে নেই—

ক্ষমা। তবে?

গুরুদাস। ভুলে যাচ্ছ, সে দিন বাবা চেয়ে নিলেন দলিল কোম্পানীকে ফেরৎ দেবেন বলে!

ক্ষমা। ও,—হ্যাঁ, চেয়ে নিয়েছেন, না?

গুরুদাস। হ্যাঁ,—বুলাকী দাস টাকা পেত কোম্পানীর কাছে! আর গহনার দরুণ আমরা টাকা পেতুম বুলাকীদাসের কাছে! কোম্পানী বুলাকীদাসের হ'য়ে আমাদের টাকা শোধ করে দিয়েছে এবং দলিল ফেরৎ নিয়েছে।

ক্ষমা। ও, তাহ'লে এখন সে দলিল কোম্পানীর কাছে? আঃ বাঁচলুম, দলিলখানা দেখলেই আমার গায়ের রক্ত যেন হিম হ'য়ে যেত!

বনমালী ভৃত্যের প্রবেশ।

বনমালী। হুজুর—

গুরুদাস। কে রে বনমালী ?

বনমালী। একজন বিদেশী মুসলমান এসেছে, বড় হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে!

গুরুদাস। বললিনে—তিনি কোলকাতায় নেই! কি দরকার তার ?

বনমালী। অত শত আমি বুঝিয়ে বলতে পারি না, সে খালি বলছে "মনে করুন"—

গুরুদাস। মনে করুন কি রে ?

বনমালী। নিজেই দেখুন না, হুজুর—

ক্ষমা। দেখনা গুরুদাস, কে কে কি চায়! যা বনমালী, এখানে নিয়ে আয়। বেশী দেরী করো না গুরুদাস, তোমার খাবার দিতে যাচ্ছি, আমার সামনে বসে খাবে।

(প্রস্থান)

গুরুদাস। আচ্ছা মা যাচ্ছি—

(কামালউদ্দিনের প্রবেশ)

কামাল। বন্দেগী, বন্দেগী রাজা বাহাদুর!

গুরুদাস। কে তুমি ?

কামাল। আজ্ঞে অধীনের নাম মনে করুন···শেখ কামালউদ্দিন, সাকিন হিজলী পরগণা, পেশা মনে করুন নিমক মহলের ইজারা দারী—পিতার নাম মনে করুন—

গুরুদাস। আঃ তোমার পিতার নাম তুমিই মনে কর; আমার প্রয়োজন নেই তাতে; সংক্ষেপে বল, কি তোমার প্রয়োজন ?

কামাল। আজ্ঞে, আমি আপনার পিতাঠাকুর, মনে করুন, মহারাজ নন্দকুমারের কাছে একখানি আর্জ্জি নিয়ে এসেছি—

গুরুদাস। কিসের আর্জ্জি ?

কামাল। মনে করুন, গঙ্গা গোবিন্দ সিং আর আর্কডিকেন সাহেবের নামে আমার মনে করুন, নালিশ আছে—

গুরুদাস। গঙ্গা গোবিন্দ সিং ! সে যে হেষ্টিংসের অতি প্রিয় পাত্র। তার নামে নালিশ ?

কামাল। আজ্ঞে, তিনি লাটের বন্ধু বলে…আমিও তো মনে করুন যায় তার কাছে নালিশ নিয়ে আসিনি ! এসেছি দেশের মধ্যে সবার চেয়ে গণমান্য মহাজন—মনে করুন মহারাজ—

গুরুদাস। কিন্তু তোমার নালিশ কি ?

কামাল। মনে করুন, গঙ্গা গোবিন্দ সিং আমার কাছে পনের হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছেন—

গুরুদাস। কেন ?

কামাল। হিজলী পরগণায় নিমক তৈরী করবার ইজারা পাই বার বছরের জন্য। কোম্পানীকে বছরে একলক্ষ মণ ক'রে নিমক তৈরী ক'রে দিতে হবে আমায় ; তার বেশী তৈরী করা নিষেধ—

গুরুদাস। বেশ ; তারপর ?

কামাল। গঙ্গা গোবিন্দ সিং ছাব্বিশ হাজার তঙ্কা ঘুষ চাইলেন ; বললেন, "লাখ মনের ওপর যা লবণ তৈরি করবি…তার সব তুই বিক্রী ক'রে নিবি, সব লাভ তোর। কোম্পানী যাতে কিছু না ব'লে সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব।"

গুরুদাস। হুঁ—

কামাল। গুণে গুণে মনে করুন, পনের হাজার তেনার গর্ভে দিয়েছি ; তবু খাঁই মেটে না! বলেন, "বক্রী টাকা দাও।" আমি বলি, বক্রী টাকা পবে দেব, আগে লিখে দাও যে, লাখ মণের ওপর যা কিছু নিমক তৈরী করবো তার সব আমার সম্পত্তি! সিঙ্গী মশাহ তাও লিখে দেবেন না ; আর যে পণের হাজার হজম ক'বে বসে আছেন তাও মনে করুন ফেরৎ দেবেন না! তাই এসেছি আপনাব পিতাঠাকুরের কাছে এই আর্জ্জি নিয়ে।

গুরুদাস। এই আর্জ্জি কোম্পানীতে পেশ করতে চাও?

কামাল। জী হুজুব!

গুরুদাস। আমি তোমায় মুর্শিদাবাদে মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে পারি ; কিন্তু দেখো, নালিশ ক'রে শেষে লাট-সাহেবের বন্ধুর ভয়ে পেছিয়ে আসবে না তো?

কামাল। তোবা! তোবা! মনে করুন, লাট-সাহেবের বন্ধু সিঙ্গী মশাই আমাদেরই মত কালা-আদমী! তাকে ভয় কিসের? হ্যাঁ, তবে যদি লালমুখো লাটসাহেব নিজে কিছু বলেন বা কট্‌মট্‌ ক'রে তাকান—

গুরুদাস। তা হ'লেই সব উল্টো গাইবে?

কামাল। তোবা! তোবা! লাটসাহেব কট্‌মট্‌ ক'রে তাকালে ভয় কি? আমি তো আর তাঁর চোখের দিকে তাকাব না! তবে আর ভয় কি? চলুন, আমায় মহারাজের কাছে নিয়ে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নেশাতবাগ—বেজা খাঁর প্রমোদ-গৃহ।

নর্ত্তকীদের নৃত্য-গীত।

গান

ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ মধুরাতি ঝিল্‌মিল্।
এলো সাথী খোলো দিল্ গোলাপ মঞ্জিল।
পিয়ালায় বয়ে যায় রাঙা সুরা ঝর্ণা
যৌবন মধু সই, বঁধু মুখে ধর্ না;
অঞ্জলী দিস্ তনু অঞ্জলী দিস দিল্।
ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্॥

চঞ্চল বুল্‌বুল্ গুল্‌বাগে নিশ'পিস্
তুল্‌তুল্ ঠোঁটে তায় জাফ্‌রাণী চুমা দিস;
বাহু হোক্ জিঞ্জীর যেজে যাক্ মঞ্জীর,
রুম ঝুম রুম ঝুম না থামুক একতিল।
ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্।

রেজাখাঁ। সাবাস! সাবাস!···বাইরে কোলাহল কিসের?

দূত। হুজুর নাগরিকেরা আবার দরজায় এসে ধর্ণা দিয়েছে, তারা চাল্ ডাল চাইছে!

রেজাখাঁ। আঃ হাড় জ্বালালে দেখছি এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভিক্ষুকের দল! নেসাতবাগের সেপাইরা সব আবার তঙ্কা খেয়ে ঘুমুচ্ছে নাকি? চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিতে বল ওদের;

[দূতের প্রস্থান

গোলাম আশরফ—

গোলাম। জী হুজুর—

রেজাখাঁ। (নর্ত্তকীদের দেখাইয়া) এদের ইনাম দিয়ে বিদেয় কর। আর কোলকাতার বৌবাজার থেকে যে আর্ম্মেনী বাঈজী দুটী এসেছে, তাদের সেলাম জানাও—

গোলাম। জী হুজুর—

[প্রস্থান

পারিষদ। ক'লকাতা থেকে বাঈজী এসেছে নাকি হুজুর?

রেজাখাঁ। আর্ম্মেনী বাইজী! কোলকাতা বৌ-বাজার পল্লীতে দিশী-বিদেশী সুন্দরীর হাট ব'সেছে। ফিরিঙ্গীগুলো দিনের বেলায় লালদিঘীতে কাজ কারবার করে,—আর সন্ধ্যে হ'লেই সোজা চলে আসে বউবাজারে সুন্দরীদের হাটে। সেখানে সারারাত নাচ··· গান—, আর বিলিতি সরাবের ফোয়ারা ব'য়ে যায়।

পারিষদ। শুনেছি, সেখানে নাকি ওরা প্রচুর সরাব খেয়ে তারপর হিন্দুর কালী পুজো দেয়?

রেজাখাঁ। হ্যাঁ,—আমিও শুনেছি, বউবাজারে তাকে সবাই বলে "ফিরিঙ্গী কালী"! ঐ যে, নাচের বাজনা বেজে উঠেছে, কোলকাতার সেরা আর্ম্মেনী বাঈজী আসছে! গোলাম আশরফ, সরাব···সরাব ঢালো—

(আর্মেণী বাঈজীদের প্রবেশ ও নৃত্য)

(নৃত্য শেষে বাহিরে আবার কোলাহল জাগিল)

রেজাখাঁ। আবার গোলমাল কেন ? গোলাম আশরফ, দেখো—

(গোলাম আশরফের প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ)

গোলাম। হুজুর, হাজার হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছে ! চালের গুদাম লুঠ ক'রবে হয়তো।

রেজাখাঁ। চাল লুটে নেবে ? আমি বাংলার নায়েব সুবা, কোম্পানীর দেওয়ানীর নায়েব দেওয়ান,...গোটা বাংলা দেশটা যার মুঠোর ভেতর সেই মহম্মদ রেজা খাঁর কাছ থেকে জোর করে চাল লুটে নেবে, এত স্পর্দ্ধা আজ ঐ পথের ভিখারীদের !

গোলাম। হুজুর, ওদের পেছনে লোক আছে !

রেজাখাঁ। জানি ; মুর্শিদাবাদে এসেছে মহারাজ নন্দকুমার, সে ওদের ক্ষেপিয়ে তুলতে চায় ! ওরা তো রেহাই পাবেই না, এবং সেই সঙ্গে সেই উদ্ধত ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারকেও আমি—

(নন্দকুমারের প্রবেশ)

নন্দকুমার। নন্দকুমার তোমার সম্মুখে রেজা খাঁ, বল তাকে কি শাস্তি দেবে ?

রেজাখাঁ। মহারাজ নন্দকুমার ! তুমি প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত ক'রে তুলেছ আমার বিরুদ্ধে।

নন্দকুমার। দারুণ দুর্ভিক্ষে, ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ যখন মানুষের মাংস টেনে ছিঁড়ে খেতে চায়, তখন সে কারুর উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে না রেজা খাঁ ! ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সারা দেশ শ্মশান হ'য়ে গেছে !

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, একমুষ্টি অন্নাভাবে মাতৃবক্ষের স্তন্যাধার শুকিয়ে গেছে, জীবন্ত কঙ্কাল-সার প্রেতিনী-মূর্ত্তি-মাতা, বুক থেকে সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে পথের ধূলোয়! দয়া নাই, মায়া নাই, স্নেহ নাই, বাৎসল্য নাই,—দিকে দিকে শুধু একই আর্ত্তনাদ, একই আবেদন—ক্ষুধা, ক্ষুধা, অন্ন দাও, অন্ন দাও। সারা বাংলায় তণ্ডুলের কণা মাত্র নেই,…অথচ মহম্মদ রেজা খাঁর ভাণ্ডারে পাহাড় প্রমাণ তণ্ডুল! মানুষ শুকিয়ে মরছে…আর এখানে বাংলার সঞ্চিত অন্ন পরমানন্দে ধ্বংস করছে মুষিকে!

রেজা খাঁ। মহারাজ নন্দকুমার! তুমি কি আমার সঙ্গে কলহ করতে এসেছ?

নন্দকুমার। না, না, কলহ নয়,—আর বিবাদ বিসম্বাদ নয় ভাই; ভুলে যাও তুমি মহম্মদ রেজা খাঁ, ভুলে যাও আমি মহারাজ নন্দকুমার! ভুলে যাও, তুমি মুসলমান; ভুলে যাও আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ! আজকের দিনে শুধু মনে কর ভাই, আমরা একই দুঃখিনী মায়ের দুটী অভাগা সন্তান। রেজা খাঁ, জীবনে আমি কোন দিন কারুর অনুগ্রহ কামনা করিনি, ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের চোখে আজ পর্য্যন্ত কেউ একবিন্দু অশ্রুজল দেখতে পায়নি; আজ জীবনে এই প্রথম সাশ্রু নেত্রে তোমার দুটি হাতে ধরে মিনতি ক'রে বলছি ভাই,… আমার বাংলা, তোমার বাংলা, মিলিত হিন্দু মুসলমানের বাংলা আজ অন্নাভাবে ধ্বংস হ'য়ে গেল; তুমি তাকে অন্ন দাও, তোমার স্বদেশবাসী… তোমার বাঙালী জাতকে বাঁচাও—বাঁচাও…!

রেজা খাঁ! আমি তো ইতঃপূর্ব্বে পঞ্চাশ হাজার মন চাল ছেড়ে দিয়েছি মহারাজ!

নন্দকুমার। সাতকোটী বুভুক্ষু হিন্দু মুসলমান…পঞ্চাশ হাজার মণ চাল তাদের ক'জনকে কদিন বাঁচিয়ে রাখবে ভাই? এখনো তোমার ভাণ্ডাব পূর্ণ, সমস্ত দেশের শস্য তুমি সঞ্চিত করে রেখেছ তোমার ভাণ্ডারে!

রেজাখাঁ। কিন্তু আর আমি দিতে পারবো না—

নন্দকুমার। রেজাখাঁ—রেজাখাঁ—

রেজাখাঁ। না, স্পষ্ট কথা শোন মহারাজ, দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজে প্রচুর অর্থ বিনিময়ে যে শস্য সংগ্রহ ক'বেছি সে শস্যেব কণামাত্র আমি এখন ছাড়বো না—

নন্দকুমার। তোমার মনে এতটুকু দয়া নাই—?

রেজাখাঁ। দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের সময় যদি সবাইকে দয়া দেখাতে হয়…তাহলে যে আমায় দু'দিনে ফকিরী নিতে হবে মহারাজা!… আমি নিরুপায়…

নন্দকুমার। হুঁ—অর্থেব বিনিময়ে শস্য কিনে রেখে আজ তুমি নিরুপায়! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—সে অর্থ কার?

রেজাখাঁ। কেন…আমার!

নন্দকুমার। না, তোমার নয়; তুমি নবাবের তহবিল তছরূপ ক'রেছ!

রেজাখাঁ। মহারাজ নন্দকুমার—

নন্দকুমার। দু এক লক্ষ নয়, দু এক ক্রোড় নয়, বিশকোটী টাকা—!

রেজাখাঁ। সাবধান—সাবধান মহারাজ নন্দকুমার!—

নন্দকুমার। নন্দকুমার বহুপূর্ব্বে সাবধান হয়ে তোমার গতিবিধি লক্ষ্য করছে রেজাখাঁ! তাই এসেছিল তোমায় মিনতি করতে, সে মিনতি যখন শুনলে না, তখন তুমি সাবধান হও রেজাখাঁ—!

(গমনোদ্যত)

রেজাখাঁ। দাঁড়াও নন্দকুমার! আমারই গৃহে এসে, আমায় রক্তচক্ষু দেখিয়ে তুমি পরিত্রাণ পাবে ভেবেছ? আমি যদি তহবিল তছরূপ ক'রে থাকি···তার বিচার কর্ত্তা কি তুমি নাকি? হ্যাঁ—স্বীকার করছি, নিজামতের প্রচুর ধনরত্ন আমার করায়ত্ব; কিন্তু সে জন্য তোমার রক্তচক্ষু আমি সহ্য ক'রবো না! তোমায় আমি······ কৈ হ্যায়—

নন্দকুমার। জানি—জানি রেজাখাঁ, তোমার স্বদেশবাসী নন্দকুমারের অশ্রুকাতর চক্ষুকে তুমি যেমন উপেক্ষা কর—তেমনি তার শাসনকেও তুমি অবজ্ঞা কর! স্বদেশবাসীর অপরাধের বিচার কি স্বদেশবাসী করতে পারে? তাই তোমার জন্য এসেছে কোম্পানীর লাল পল্টন।

(মিডলটন ও সৈনিকদের প্রবেশ)

মিড্‌লটন। Yes, Dewan Suba!

রেজাখাঁ। একি! মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট মিড্‌লটন্! এই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোম্পানীর কাছে আমার গুরুতর অভিযোগ—একে বন্দী কর।

মিড্‌লটন। হ্যাঁ—কোম্পানীর হুকুমে লাল পল্টন লইয়া হামি বণ্ডি করিটে আসিয়াছে—

রেজাখাঁ। তবে বিলম্ব কেন? এই মুহূর্ত্তে বন্দী কর এই নন্দকুমারকে—

মিড্‌লটন। Sepoys, Arrest atonce. No, No!—Not the Maharaja! Arrest Muhammad Reja Khan!

রেজাখাঁ। আমি বন্দী! এর অর্থ?

মিড্‌লটন। কৈফিয়ট টোমায় ডিবে না। We act as ordered by Governor Warren Hastings..

রেজাখাঁ। ওয়ারেণ হেষ্টিংস! (নন্দকুমারকে) আমি বুঝেছি, পূর্ব্বাহ্নে গোপনে যোগ দিয়েছ তুমি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সঙ্গে! মহারাজা, আমায় মুক্তি দাও—আমি তোমাকে দু'লক্ষ টাকা ইনাম দেব।—

নন্দকুমার। আমায়!

রেজাখাঁ। শুধু তোমায় নয়, সেই সঙ্গে ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দেব দশ লক্ষ!

নন্দকুমার। সে দশ লক্ষ ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে দিয়ে দেখতে পার রেজাখাঁ! যে আমার দেশের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, সারা দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য এনে আমার পায়ের তলার ঢেলে দিলেও, আমি তাকে কখনো ক্ষমা করতে পার্ব্ব না—

রেজাখাঁ। আচ্ছা, আমিও দেখব—রেজাখাঁকে বন্দী করে রাখে—বাংলাদেশে এমন কারাগার কোথায়—

মিড্‌লটন। Sepoys—

[মিড্‌লটন ইঙ্গিত করিল, সৈনিকগণ রেজাখাঁকে লইয়া প্রস্থান করিল)

(গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রবেশ)

গঙ্গাগোবিন্দ। মহারাজ নন্দকুমার!

নন্দকুমার। মুন্সী গঙ্গাগোবিন্দ সিং!

গঙ্গাগোবিন্দ। তোমার কাছে হিজ্‌লীর লবণ মহালের ইজারাদার কামালউদ্দিন এসেছিল একখানি দরখাস্ত নিয়ে?

নন্দকুমার। হ্যাঁ—তুমি তার কাছ থেকে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ ক'রেছ।

গঙ্গাগোবিন্দ।—কিন্তু সে দরখাস্ত কোথায় ?

নন্দকুমার। সে দরখাস্ত আমি জোসেফ ফাউক্‌কে পাঠিয়েছি কোম্পানিতে পেশ ক'রতে—

গঙ্গাগোবিন্দ। সে দরখাস্ত ফেরৎ দিতে হবে।

নন্দকুমার। ফেরৎ দিতে হবে ?

গঙ্গাগোবিন্দ। হ্যাঁ, কামালউদ্দিন নিজে ফেরৎ চাইছে। কামালউদ্দিন—

(কামালউদ্দিনের প্রবেশ)

কামালউদ্দিন। সেলাম ; (নন্দকুমারকে দেখিয়া) আপনিও সেলাম—

নন্দকুমার। তুমি দরখাস্ত ফেরৎ চাও ?

কামাল। আজ্ঞে—

নন্দকুমার। কেন ? ঐ গঙ্গাগোবিন্দ সিং তোমার কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেননি ?

কামাল। আজ্ঞে—

গঙ্গাগোবিন্দ। কামালউদ্দিন !

কামাল। আজ্ঞে, না—নেন নি !

নন্দকুমার। কামালউদ্দিন—

কামাল। আজ্ঞে, মনে করুন, দুদিক থেকে ধমকালে আমি কোথায় যাই হুজুর ?

গঙ্গাগোবিন্দ। আপনি দরখাস্ত ফেরৎ দিন মহারাজ, কামালউদ্দিনের দরখাস্তের সব কথা মিথ্যা—

কামাল। —আজ্ঞে, মিথ্যা—

নন্দকুমার। কিন্তু কেন তবে দরখাস্ত লিখে আমার হাতে দিয়েছিলি ?

কামাল। আজ্ঞে মনে করুন, ওর সঙ্গে আমার কিছু দিন মন কষাকষি

চলছিল, তাই মনে করুন, ওঁকে একটু ভয় দেখাতে মিছামিছি ক'রে মনে করুন ঐ দরখাস্ত—

নন্দকুমার। এক মিথ্যা ঢাকতে আবার মিথ্যা বলছিস হতভাগা?

কামাল। আজ্ঞে, কি করবো? মনে করুন উনি লাট সাহেবের পেয়ারের জন...লাট সাহেব যদি মনে করুন—

নন্দকুমার। লাট সাহেবকে ভয় পাস বলে—তার মুন্সি পেয়াদাকেও ভয় করতে হবে?

কামাল। উল্টো বললেন হুজুর, লাট সাহেবকে বরং ভয় না করতে পারি, কিন্তু লাট সাহেবের চেয়ে বেশী ভয়—তাঁর মুন্সী পেয়াদাকে!—

গঙ্গাগোবিন্দ। কামালউদ্দিন? যা এখান থেকে—

কামাল। যাচ্ছি হুজুর! সেলাম—

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। মহারাজ নন্দকুমার, তুমি দরখাস্ত ফেরৎ দেবে না?

নন্দকুমার। না, আমি সে দরখাস্ত যথাস্থানে পেশ ক'রবো—

গঙ্গাগোবিন্দ। অভিযোগের দরখাস্ত পেশ করবে! আমায় কি এতই শক্তিহীন ভেবেছ তুমি? ঐ মহম্মদ রেজা খাঁ, আর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে ঢের তফাৎ মহারাজ—

নন্দকুমার। জানি! বাংলার নায়েব সুবা, দেওয়ান সুবা মহম্মদ রেজা খাঁ, আর ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর প্রসাদপুষ্ট মুন্সি গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে এক শ্রেণীর জীব নয়, সে আমি জানি—

গঙ্গাগোবিন্দ। মহারাজ নন্দকুমার—

নন্দকুমার। হেষ্টিংস সাহেবের সর্ব্ব কর্ম্মের নিত্য সহচর তুমি আর কান্ত মুদী। মুর্শিদাবাদে এসে মণিবেগমের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা

রোজ-নজরাণা পাচ্ছেন হেষ্টিংস! তোমাদের পাতে প্রভুর কত প্রসাদ পড়ছে জানতে পারি কি গঙ্গাগোবিন্দ সিং—?

গঙ্গাগোবিন্দ। মহারাজ!

নন্দকুমার। দাঁড়াও, আগে মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার হোক্;—তারপর তোমাদের কারুর অব্যাহতি নাই। কাউন্সিলে আমি তোমাদের প্রত্যেকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রবো। আগে ঐ রেজা খাঁ—

(ওয়ারেণ হেষ্টিংসের প্রবেশ)

হেষ্টিংস। রেজা খাঁকে অন্যায়রূপে বণ্ডী করা হইয়াছে—

নন্দকুমার। গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস—!

হেষ্টিংস। Ofcourse, I shall investigate in the matter! কিন্তু ডেখো রাজা, হামার যেন মনে হইটেছে উহার অটিক অপরাড কিছু নাই।

নন্দকুমার। রেজা খাঁর অধিক অপরাধ কিছু নাই!...হুঁ—আমি বুঝতে পেরেছি!

হেষ্টিংস। What—কি বুঝিয়াছে?

নন্দকুমার। দশলক্ষ টাকা দেবে আশা দিয়েছে বলে এখন মনে হচ্ছে অধিক অপরাধ নাই, আর বিশ লক্ষ পেলে এতক্ষণে নিশ্চয় বিচারও শেষ হ'য়ে যেতো; সেই টাকাটা এতক্ষণ হাতে এসে গেলে রেজা খাঁ পেতো মুক্তি।

হেষ্টিংস। What do you mean? টুমি কি বলিতে চাও?

নন্দকুমার। আমি বলতে চাই, তুমি রেজা খাঁর কাছে উৎকোচ গ্রহণ ক'রেছ গভর্ণর!

হেষ্টিংস। Stop Maharaja! Mind that I shall always pursue what is to my own advantage, but in this, your hurt is included—look to it! টুমী হামাকে টোমার শত্রু করিলে—সাবটান!

নন্দকুমার। আমিও তোমায় বলছি, শোন গভর্ণর হেষ্টিংস, তুমিও এবার সাবধান! তোমার বহু অত্যাচার, অবিচার এতদিন নীরবে সহ্য ক'রে এসেছি! কিন্তু আর নয়, এবার তোমার কৃত-অপরাধের বিচারের দিন ঘনিয়ে এসেছে,...অভিযোগ আনবে এই নন্দকুমার।

হেষ্টিংস। You dare to complain against me! আমার নামে কি অভিযোগ?

নন্দকুমার। দেশব্যাপী স্বৈরাচারের অভিযোগ, রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণা অন্যায় ভাবে কেড়ে নেবার অভিযোগ, মণি বেগমের কাছে, মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ—

হেষ্টিংস। Hold! Hold! Just hold your tongue!

নন্দকুমার। সত্যভাষণে নন্দকুমার কখনো বিরত হবে না ওয়ারেণ হেষ্টিংস! আমৃত্যুকাল আমি এম'ন উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে তোমাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রবো, ন্যায়ের দরবারে অভিযোগ ক'রবো।

হেষ্টিংস। Be careful! Warren Hastings knows how to bow down your head! ওই মাথা নুইয়ে দিতে আমি জানে—

নন্দকুমার। ওয়ারেণ হেষ্টিংস মাথা নুইয়ে দিতে জানে, কিন্তু একথা জানে না, যে সে মাথা ঐ মুন্সী গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কান্তমুদী, মুন্সি নবকৃষ্ণের...মহারাজ নন্দকুমারের নয়। বেনিয়া কোম্পানীর কেরাণী থেকে তুমি আজ সারা বাংলার হর্তা কর্তা হ'য়ে ব'সেছ; ইচ্ছা করলে হয়তো নন্দকুমারের মাথা জোর ক'রে ভেঙে দিতে পার, কিন্তু তবু ভুলে যেওনা...এ মাথা কখনও নুইয়ে দিতে পারবে না...নুইয়ে দিতে পারবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নন্দকুমারের গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গণ ;

শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি ; একপার্শ্বে তুলসীমঞ্চতলে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিতেছিল ;

ক্লেভারিং ও নন্দকুমারের প্রবেশ।

ক্লেভারিং। What's that Maharaja ! What means that solemn hymn ?

নন্দকুমার। শঙ্খ ঘণ্টা রবে সন্ধ্যা বন্দনা হচ্ছে !

ক্লেভারিং। And is that a solitary creeper and a soothing light ! লতা—এবং লতার নিকটে, দুর্দ্দান্ত নহে, শান্ত আলো !

নন্দকুমার। লতা নয়, তুলসীমঞ্চ ! ঐ তুলসীমূলে মাটীর দেউটী জ্বালিয়ে আমরা প্রণাম জানাই আমাদের দেশের মাটীকে, কল্যাণ কামনা করি এই মৃত্তিকা মায়ের সন্তানদের।

ক্লেভারিং। Ah ! A beautiful idea !

নন্দকুমার। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে সাহেব,—চল ভেতরে বসবে !

ক্লেভারিং। Don't worry Maharaja ! বাহিরে ঠাণ্ডা হাওয়া, খোলা আকাশ, হামার খুব ভাল লাগিটেছে। Miss Clevering মহারাণী ক্ষমা ডেবির সঙ্গে সাক্ষাট করিয়া যটক্ষণ ফিরিয়া না আসেন, let us

have a talk about your case, I mean—হাপনার মামলার বিষয় কঠা চলুক।

নন্দকুমার। মামলার বিষয় কি কথা বলব সাহেব! হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করলুম তোমাদের কাউন্সিলে,—কিন্তু সে মামলা চাপা পড়ে গেল।

ক্লেভারিং। চাপা পড়িয়া গেল?

নন্দকুমার। সে তো চাপা পড়লই,—এদিকে হিজলীর ইজারাদার সেই শয়তান-প্রকৃতির কামালউদ্দিনকে হাত করে…উল্টে আমার বিরুদ্ধে আনলে ওরা ষড়যন্ত্রের মামলা!

ক্লেভারিং। Never mind, Conspiracy case ফাঁসিয়া যাইবে, উহা টিকিবে না।

নন্দকুমার। আমার বিরুদ্ধে সে সাজানো মামলা যে টিকবে না, সে কথা আমিও জানি। কিন্তু নিজে মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেই তো আমি তৃপ্ত নই মিঃ ক্লেভারিং! আমি শুধু নিজের কল্যাণ চাই না,—আমি চাই আমার দেশের কল্যাণ।…হেষ্টিংস্ ও তার স্বার্থলুব্ধ সহচরদের অত্যাচার হ'তে…আমি চাই আমার দেশের মুক্তি! আমার আবেদন, মনে কর, এই নির্য্যাতিত দেশের আবেদন;—সে আবেদন তোমরা শুনবে না?

ক্লেভারিং। Look here Maharaja, হাপনার ডেশের অভিযোগ শুনটে Court of Directors ইংলণ্ড হইটে হামাকে পাঠাইল, মিঃ মন্সন লণ্ডন হইটে কলিকাটা আসিল, মিঃ ফ্রান্সিস আসিল! কিণ্টু কি করিবে! সট্য নিরূপণ করিটে হাপনার স্বডেশবাসী যদি সাহায্য না করে টো বিডেশ হইটে আসিয়া হামি লোক কি করিবে?

নন্দকুমার। মিঃ ক্লেভারিং—

ক্লেভারিং। হাপনার অভিযোগ পাঠ করিলে, Mr. Hastings ক্রুড্ড হইয়া কাউন্সিল ট্যাগ করিবা চলিয়া গেলেন! হেষ্টিংসের বণ্ডু মিঃ বারওয়েল ভি চলিয়া গেলেন! And still, হামি লোক মামলা চালাইল। হাপনার মামলায় কাণ্ট মুডীর সাক্ষীর দরকার হইলে— কাউন্সিল উহাকে ডাকিল, কাণ্ট হাজির হইল না। বলিল, "হেষ্টিংস সাহেব যে সভা পরিট্যাগ করিয়া গিয়াছে—সে কাউন্সিলের হুকুম হামি মানি না!" See the audacity of an ordinary Benian!

নন্দকুমার। আমি জানি, কান্ত মুদীর স্পর্দ্ধায় কাউন্সিলকে অপমানিত বোধ করে,—তুমি হুকুম দিলে, তাকে জোর করে ধরে আনতে—

ক্লেভারিং। হামি বলিলাম,—কাণ্ট না আসিলে উহাকে whip করিয়া আনিব…চাবুক মারিয়া আনিব! And Hastings replied—I mean, Hastings বলিয়া পাঠাইল, "কাণ্টবাবুকে যে চাবুক মারিবে …হামি উহাকে চাবুক মারিব!" See, see the fun! কাণ্ট মুডি উহার এটো প্রিয়-পাট্রি হইল যে ইংলণ্ডের Court of Directors যাহাদের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিট করিল—বেনিয়ান কাণ্টের জন্যে হেষ্টিংস্ সাব্ টাহাডের সহিত কিরূপ আচরণ করিল—! What can we do then Maharaja?

নন্দকুমার।— তুমি অনেক করেছ সাহেব, আমার জন্যে—অনেক করেছ।

ক্লেভারিং। —No…no…not for you! হামি যাহা করিটেছে, উহা হামার ডেশের নিমিট্ট—হামার জাতির prestige, I mean জাটির সম্মান বাঁচাইবার নিমিট্ট করিটেছে। যাহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া টোমার ডেশের ওপর জুলুম করিল—টোমার জাটির ওপর অট্যাচার করিল—My request Maharaja, হামার অনুরোড,

—সেই সব অট্যাচাবীদের ডেখিয়া টোমবা ইংলণ্ডকে বিচাব করিও না! হেষ্টিংস যেরূপ কুকার্য্য কবিল—টাহাকে কাউন্সিল বেহাই ডিবে না। উহাব এমন perfect...এমন খাঁটী, সূক্ষ্ম বিচাব হইবে যে—অট্যাচাব বণ্ড কবিটে, দরকাব হইলে, ভাবতবর্ষ হইটে কোম্পানীব বাজত্ব হামাবা একদম খতম্‌ কবিয়া ডিব।

নন্দকুমাব। Mr. Clevering!

ক্লেভাবিং। Yes, I am speaking the truth! সাচ্‌ বাৎ! হামি অট্যাচাব বণ্ড কবিয়া ডিব। লেকিন এক কঠা, Beware of your countrymen! তোমাব ডেশেব লোক হইটে সাবডান মহাবাজা।

নন্দকুমাব। —এর অর্থ?

ক্লেভাবিং। মুন্সি নবকিষণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, কাণ্টমুডী, কামালউদ্দিন অউব মোহন প্রসাদ ইত্যাডী টোমার ডেশেব গুণী ব্যক্তি সব্বডা লাট সাহেবের কুঠি যানা আনা করিটেছে...আউর মটলব পাকাইটেছে! God knows, কি মতলব উহাডেব!

নন্দকুমাব। হঁ্যা, একথা আমিও শুনেছি—

ক্লেভারিং। —কাউন্সিলে টোমার case হামি লোক বিচাব করিবে। কিন্টু এখন Supreme Court স্থাপিট হইয়াছে—Chief Justice Sir Elija Impey is a great friend to the Governor General! লাট সাহেবের বহুট ডোস্তী আছে চীফ্‌ জষ্টিস ইলিজা ইম্পের সহিট! যদি কিছু ফণ্ডী করিয়া টোমাব নামে উহারা Supreme court-এ কোন case লইয়া আইসে হামি লোক নিরুপায়! টাই বলিটেছি—please, have a look on your native friends!

নন্দকুমার। —তোমার কথা আমি সব সময়ে মনে রাখব সাহেব !

মিস্ ক্লেভারিং। (নেপথ্যে) ড্যাডি !—

নন্দকুমার। ওই যে, আপনার কন্যা মিস্ ক্লেভারিং অন্তঃপুর থেকে মহারাণীকে দেখে ফিরে আসছেন।

(মিস্ ক্লেভারিংএর প্রবেশ)

মিস্ ক্লেভারিং। Papa···dearie !—

ক্লেভারিং। Ah···my babe ! Tell me dearie, মহারাণীর রোগ কিরূপ ডেখিলে ?

মিস্ ক্লেভারিং। It is a peculiar type of disease···মহারাণীর অড ভূট রোগ হইল ! Just now she looks very bright ! And lo,—all on a sudden, her face is white like paper। এই ডেখি বহুট্ Jolly ! জলি···জলি...I mean—(ক্লেভারিং কাণে কাণে "জলি" কথার মানে বলিয়া দিলেন—"হাসিখুসী" ; মিস্ ক্লেভারিংএর মুখ আনন্দোৎফুল্ল হইল) হাসিখুসী ! হাসিখুসী ! হঁ্যা···এই ডেখি, বহুট্ হাসিখুসী ! আবার ডেখি, সাবা মুখ কাগজ্‌কা মাফিক্···সাদা হইয়া গেল !

ক্লেভারিং। —মহারাজা ?

নন্দকুমার। মানসিক দুশ্চিন্তাতেই মহারাণী অত্যন্ত পীড়িতা।

ক্লেভারিং। If you have no objection, I can send a good doctor, ভাল ডাক্তার পাঠাইতে পারে !

মিস্ ক্লেভারিং। And I am a good nurse ! হামি মহারাণীকে নার্সিং···নার্সিং I mean (ক্লেভারিং কাণে কাণে বলিলেন—"সেবা") 'সেবা !' হঁ্যা, হামি মহারাণীর সেবা করিটে পারে !

নন্দকুমার। —ধন্যবাদ সাহেব, হিন্দু ঘরের বউ অসুখ হ'লে গঙ্গামৃত্তিকা আর কবিরাজী ওষুধ ছাড়া অন্য কিছু ছোঁয় না; —মহারাণীর অসুস্থতায় তোমাদের এই সহানুভূতির জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

ক্লেভারিং। Never mind! মহারাণী শীঘ্র রোগ-মুক্ত হউন…হামি ইহা কামনা করে!

মিস্ ক্লেভারিং। হামি যীশুর নিকট টাঁহার রোগমুক্তির নিমিট্ট Pray I mean প্রার্থনা করিবে।

ক্লেভারিং। Good bye Maharaja!

মিস্ ক্লেভারিং। Good bye—

নন্দকুমার। ধন্যবাদ—ধন্যবাদ—

[কন্যাসহ ক্লেভারিংএর প্রস্থান;

অপর দিক হইতে গুরুদাসের প্রবেশ

গুরুদাস। বাবা!

নন্দকুমার। কে! গুরুদাস! তোমার মা এখন কেমন আছেন?

গুরুদাস। অনেকটা ভাল মনে হয়। আপনাকে খুঁজছেন,—হয়তো কিছু বলতে চান্—

নন্দকুমার। চলো, যাচ্ছি—(নেপথ্যে কড়া নাড়িবার শব্দ) কে?

বেলিফ। (নেপথ্যে) We want Maharaja Nundkumar.

নন্দকুমার। এসো—

(বেলিফ ও সৈনিকদের প্রবেশ)

নন্দকুমার। কি চাই তোমাদের!

বেলিক। Here is a Summons for you!

নন্দকুমার। শমন! আমার নামে!

(শমন লইয়া পড়িতে লাগিলেন)

গুরুদাস। কি ব্যাপার বাবা? কিসের শমন?

নন্দকুমার। বুলাকী দাসের যে দলিল আমি কোম্পানীতে পেশ করে আমার পাওনা টাকা নিয়েছি—সে দলিল নাকি সত্য নয়! আমি তা জাল করেছি!—আমি জালিয়াৎ!—

বেলিক। As ordered by the Court—we do hereby arrest you—

নন্দকুমার। বেশ—(হাত বাড়াইয়া দিলেন)

গুরুদাস। খবর্দ্দার!—তোমরা কার হাতে শৃঙ্খল পরাচ্ছ!

নন্দকুমার। চুপ্ চুপ্! গুরুদাস,—ওদের পরাতে দে!—

গুরুদাস। তুমি বলছ কি বাবা! যে হাতে একদিন সমস্ত বাংলার শাসনদণ্ড ধারণ করেছ—সেই হাতে আজ তুমি কয়েদীর হাত-কড়ি পরবে?

নন্দকুমার। কথা বলিস্ নি—তোর মা শুনতে পাবে!

গুরুদাস। বাবা,—বাবা—

ক্ষমা দেবী। (নেপথ্যে) গুরুদাস,—গুরুদাস,—

নন্দকুমার। ঐ—ঐ বুঝি সে রোগশয্যা ছেড়ে ছুটে আসছে! এই অবস্থায় আমায় দেখলে,—সে হতভাগিনী যে সইতে পারবে না! গুরুদাস,—গুরুদাস,—যা বাবা,—তোর মাকে ধরগে। (বেলিককে) কি কচ্ছ তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে? ওগো ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈনিক, তোমাদের কাছে মহারাজ নন্দকুমারের এই প্রথম…আর

এই শেষ প্রার্থনা—তোমরা আমায় এখান থেকে শীঘ্র নিয়ে চল—শীঘ্র নিয়ে চল।

[নন্দকুমারকে লইয়া তাহাদের প্রস্থান

গুরুদাস। চলে গেলেন! আমায় একা ফেলে এমনি করে চলে গেলেন! বাবা,—বাবা—

(ছুটিয়া ক্ষমা দেবীর প্রবেশ)

ক্ষমা। গুরুদাস,—গুরুদাস,—

গুরুদাস। মা!—

ক্ষমা। মহারাজ কোথায়···শীঘ্র বল মহারাজ কোথায়?

গুরুদাস। আসবেন মা,—তিনি আবার আসবেন!

ক্ষমা। কিন্তু ওই দেখ, আমার তুলসীতলায় মঙ্গলদীপ নিবে গেছে।···আমার শিওরের কাছে লক্ষ্মীজনার্দ্দন মূর্ত্তি টাঙিয়ে রেখেছিলাম—সে মূর্ত্তি হঠাৎ ঝনঝন্ করে ভেঙ্গে মাটীতে ছড়িয়ে পড়ল।···আমি হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে গেলুম ··কপালের সব সিন্দুর যে মুছে গেল! আমার একি হ'ল ঠাকুর! ওগো, ফিরিয়ে দাও ..আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও—

(তুলসীতলায় পড়িয়া গেলেন)

গুরুদাস। মা! একি হল! মা,—মা,—মাগো,—

(ভূলুণ্ঠিতা ক্ষমাদেবীর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লেভারিংএর গৃহ ; চাপরাশী চেয়ার সাজাইতেছিল ;
মিস্ ক্লেভারিং তাহাদের নির্দ্দেশ দিতেছিল।···
একটু পরে ক্লেভারিং প্রবেশ করিল।

ক্লেভারিং। Rosa !

মিস্ ক্লেভারিং। Yes father !

ক্লেভারিং। My friends are coming ! I shall like to have coffee with them,

মিস্ ক্লেভারিং। All right !

[প্রস্থান

(অন্য দিক দিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্ত মুদী, নবকৃষ্ণ ও
কামালউদ্দিনের প্রবেশ ; ক্লেভারিং তাহাদের
অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন)

ক্লেভারিং। —Gentlemen ; হামি আপনাদের এই কুঠিতে invite করিয়া আনিয়াছে ; Governor has been invited too—লাট সাহেব ভি আসিবেন। হামার আপনাদের সকলের নিকট এক বক্তব্য আছে। লাট সাহেব আসিলে টাহাকে ভি বক্তব্য বলিব !

গঙ্গাগোবিন্দ। —কি···বলুন—

ক্লেভারিং। That's about the trial of Maharaja Nundkumar ; নন্দকুমারের বিচার···কিম্বা বিচারের প্রহসন !

কান্ত। লাট বাহাদুর উপস্থিত থাকলে এ কথায় আপত্তি করতেন।

ক্লেভারিং। Why—কেন ?

কান্ত। আপনি ন্যায় বিচারকে প্রহসন বলছেন !

ক্লেভারিং। ন্যায় বিচার হাপনারা বলিটে পারেন—কিণ্ট স্বাধীন ইংলণ্ডের সণ্টান ইহাকে প্রহসন ছাড়া কিছু বলিবে না। It is a mere farce !

গঙ্গা। আপনার এরূপ উক্তির কারণ ?

ক্লেভারিং। Reason number one ; মহারাজ নন্দকুমারকে আদালট জিজ্ঞাসা করিল,—"হাপনি কাহার ডাবা বিচার প্রার্থনা করেন ?" মহারাজ বলিলেন, "হামি প্রার্থনা করে—হামার বিচার করুন ভগবান এবং হামার স্বদেশের লোক।"...নিবেদন আদালত শুনিল না ; ইংরেজ ও ইউরেশিয়ান হইটে বারজন জুরী মনোনীট হইল !

গঙ্গা। তারপর !

ক্লেভারিং। Number two ; আইন অনুসারে Supreme Courtএর এলাকা কেবল Calcutta. কিণ্টু মহারাজা নন্দকুমার আগে বরাবর মুর্শিডাবাড থাকিতেন এবং যে দলিল জাল হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ সে দলিলের তারিখ 20th August 1765 ! তখন নন্দকুমার কলিকাটায় বাস করিটেন না। সুতরাং সুপ্রীম কোর্ট টাহার বিচার করিটে পারে না।

গঙ্গা। এবং তিন নম্বর ?

ক্লেভারিং। And no. 3 ! ইংলণ্ডে ব্যাঙ্কের নোট এবং চেক্ ভীষণ রূপে জাল হইটে সুরু করিলে,উহা ডমনের নিমিত্ত, জাল করিবার অপরাডে Capital punishment...অর্থাৎ চরম দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই নূটন আইনের নাম Statute of George II ! এই নূটন আইন সাত সাগর তের নদীর পার…এই ভারটবর্ষের কটা ছাড়িয়া দিলাম, ইংলণ্ডের বাহিরে—এমন কি ইংলণ্ডের পাশাপাশি স্কটল্যাণ্ড নগরে ইহার চলন নাই! But strange thing…টাজ্জব ব্যাপার যে… মহারাজ নন্দকুমারের বিচার হইবার আগে চীফ জাষ্টিস বলিলেন—নন্দকুমারের বিচার হইবে নূতন আইনে! অর্থাৎ জালিয়াটি প্রমাণ করিটে পারিলেই টাহাকে বড করা হইবে! ইহা হইটে কি হাপনারা বুঝিটে পারে না যে এই বিচারকে হামরা বিচারের প্রহসন বলিটে পারে?

গঙ্গা। কিন্তু সে যাই বল সাহেব, বিচার তো আর সাক্ষী সাবুদ না ডেকে অমনি অমনি হচ্ছে না! সাক্ষীরাই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে মহারাজ নন্দকুমার বুলাকী দাসের দলিল জাল করেছেন।

কামাল। এবং মনে করুন আমার নামের শীলমোহর রয়েছে সেই দলিলের সাক্ষী হিসেবে; অথচ মনে করুন, আমিই আদালতে বলে এসেছি সে দলিল জাল।

ক্লেভা। দলিল জাল বলিয়া জানিলে তুমি কেন তাহার সাক্ষী বলিয়া নামের শীলমোহর ডিয়াছে?

কামাল। আমি জাল দলিলে শীলমোহর দিতে যাব কেন? মহারাজ নন্দকুমারের কাছে আমার নামের শীলমোহরটা ছিল কিনা। মনে করুন আমায় না জানিয়ে সেই জাল দলিলে মহারাজ সাক্ষী বলে আমার শীলমোহরটা একে দিয়েছেন—

গঙ্গা। বটে!—

কামাল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে করুন, নন্দকুমারের এসব কারসাজি আমি আদালতে ফাঁস করে দিয়ে এসেছি।

গঙ্গা। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার বলেন—দলিলের সাক্ষী আবদুল কামাল মহম্মদ তুমি নও; সে অন্য কোন লোক ছিল—সে এখন মরে গেছে।

কামাল। মিছে কথা! কামালউদ্দিন আলি খাঁ—এই আমি সশরীরে বসে রয়েছি।

ক্লেভা। Good God! টোমার নাম—"কামালউদ্দিন আলি খাঁ!"

কামাল। হ্যাঁ—

ক্লেভা। টুমি ঠিক জান—"কামালউদ্দিন আলি খাঁ?"

কামাল। কি বিপদ! আমার নাম আমি জানব না! আমার নানী আমার ঐ নাম রেখেছিল, বিশ্বাস না হয়, আমি আমার নানীকে একবার এখানে—

ক্লেভা। বাস্! ডেখো, দলিলে যে শীলমোহর আছে উহা টোমার নাম নহে, উহা কামালউদ্দিন আলি খাঁ নহে।

কামাল। তবে!

ক্লেভা। উতো দোস্রা আদমী কা নাম। উতো "আবদুল কামাল মহম্মদ"; and not "কামালউদ্দিন আলি খাঁ!"—

কামাল। ওঃ! তবে—তবে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আমার নাম আগে আবদুল কামাল আহম্মদ ছিল বটে,—পরে ঐ নাম একটু পাল্টে করে নিয়েছি—"কামালউদ্দিন আলি খাঁ।"

ক্লেভা। এরূপ নাম পরিবর্তনের হেটু?

কামাল। "কামালউদ্দীন"—কথার মানে—যার শরীর মন আগাগোড়া ধর্ম্মে ভর্ত্তি। আমার এখন ধর্ম্মে বেজায় মতিগতি গেছে কিনা!

ক্লেভা। ওঃ টুমি খুব ধর্ম্মশীল—টাই "কামালউদ্দিন" নাম লইয়াছে?…

কৃষ্ণকান্ট, নবকিষণ, গঙ্গাগোবিণ্ড,—আপনাডের নামও শুনিটে পাই আপনাদের ডেওটার নাম আছে। আপনারা সকলেই কামাল উদ্ভিদের ন্যায় অট্যন্ট ধর্ম্মশীল বলিয়া বোধ হয় ঐরূপ নাম লইয়াছেন? হাঃ হাঃ হাঃ—

গঙ্গা। সাহেব, তুমি আমাদের তোমার বাড়ীতে ডেকে এনেছ ঠাট্টা করতে?

ক্লেভারিং। No. excuse me my friends! ডেখুন, হামি বিডেশী আছি—টবু হাপনাদের আচরণে হামার প্রাণে বহুট্ ডুঃখ লাগে—টাই কটু বলিটে বাঢ্য হইটেছি।

কান্ত। সাহেব—

ক্লেভারিং। Your Bengal, হাপনাডের সোনার বাংলা,—ডুনিয়ায় ইহার টুলনা মিলিবে না! হাপনাদের মুর্শিডাবাড—যাহার কঠা লর্ড ক্লাইভ টাহার evidence-এ বলিয়াছেন—"সারা লণ্ডন সহর অপেক্ষা মুর্শিডাবাড অধিক সমৃদ্ধিশালী।" ইহার সব হাপনারা হারাইলেন। কেন হারাইলেন? হামি লোক কাড়িয়া লইয়াছে? No! No! Believe me my friends, হামি লোক কাড়িয়া লই নাই—হাপনি লোক হামাকে হাটে টুলিয়া ডিয়াছেন!—হামার টাকা হইল, রাজত্ব হইল—গৌরব হইল,—কিণ্টু হাপনাদের কি হইল? অপরাড! দেশের কাছে, জাতির কাছে, জগটের কাছে কেবল অপরাড! পাপী না হইলে, অপরাডী না হইলে,—কোন জাটি নিজের ডেশকে কখনও হারাইটে পারে না।

(মিস্ ক্লেভারিং এই সময় দরজায় মুখ বাড়াইয়া বলিল —"Coffee is ready!"...)

ক্লেভারিং। চলুন, হামরা সকলে ছাদে বসিয়া coffee পান করিব,—

কামাল। বেশ কথা! কুর্শীগুলো আমরাই ধরাধরি করে—

ক্লেভারিং। কেন! হাপনি লোক কুর্শী লইলেন কেন?—

কামাল। নিলুম বা! সাহেবের কুর্শী—

ক্লেভারিং। No…no…কুর্শী চাপড়াশী লইবে। চাপড়াশী…

(চাপড়াশী আসিয়া চেয়ারগুলি বাহির করিয়া লইয়া গেল)

ক্লেভারিং। ডেখুন, এক বাৎ শুনুন। যে পাপ করিয়াছেন…করিয়াছেন; আব করিবেন না! এখন মহারাজ নন্দকুমারের বিচার যাহাটে খাঁটী বিচার হইটে পারে আপনারা টাহাই করুন। আডালটে আপনারা সট্য কঠা বলুন!

কামাল। সত্য যা…সে মনে কর সাহেব,—আদালতেই বলে এসেছি।

গঙ্গা। এখন আর আমরা কি করব? আজ কালের মধ্যেই হয়তো বিচার শেষ হয়ে যাবে। তখন সারা দেশ জানবে,—কি সত্য… আর কি মিথ্যা!

কান্ত। আজকালের মধ্যে কি! আমি লাট বাহাদুরের কাছে শুনেছি বিচার শেষ হবে আজই! সন্ধ্যে হয়ে এল—হয়তো এতক্ষণে—

কামাল। চুপ্—চুপ্—হুজুর লাট বাহাদুর এসে পড়েছেন!

গঙ্গা। এসেছেন! নন্দকুমারের বিচার—

(হেষ্টিংসের প্রবেশ)

হেষ্টিংস। The trail is finished. Maharaja Nundkumar…

সকলে। নন্দকুমার…?

হেষ্টিংস। Found guilty

ক্লেভারিং। Guilty! Guilty! (বসিয়া পড়িলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ। কি শাস্তি হ'ল?

হেষ্টিংস। He is to be hanged! টাহার ফাঁসী হইবে।

সকলে। জয় লাট বাহাদুরের জয়! জয় কোম্পানী বাহাদুরের জয়? জয় ধর্ম্মের জয়!

হেষ্টিংস। Silence! Stop your shouting!

কামাল। বলেন কি হুজুর! আজকের দিনে আনন্দ করব না!

গঙ্গাগোবিন্দ। আসুন, লাট বাহাদুরকে নিয়ে আমরা এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিগে!

হেষ্টিংস। Excuse me my friends! তবিয়ৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়! হামি কোঠী চলিয়া যাইবে! Very tired—am very tired!

[প্রস্থান

গঙ্গাগোবিন্দ। (ক্লেভারিংএর কাছে গিয়া) তা হ'লে চলো সাহেব··· আমরা তোমাকে নিয়েই রওনা হই—

ক্লেভারিং। Where! কাঁহা পর?

গঙ্গাগোবিন্দ। সুপ্রীম্ কোর্টের ন্যায় বিচারে অপরাধী শাস্তি পেল, এবার আমরা একটা ভোজ টোজের আয়োজন করিগে—

ক্লেভারিং। Go away···go away···I say, go away···you heartless creatures!

কামাল। কি সাহেব! বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে এনে—তাড়িয়ে দিচ্ছ!

ক্লেভারিং। Excuse me gentlemen! ক্ষমা···ক্ষমা...আমায় আপনারা ক্ষমা করুন; ডয়া করিয়া মচলিয়া যান্।—সুপ্রী কোর্টের

ন্যায় বিচারে আপনাডের হৃডয় আনণ্ডে নাচিটে পারে…but my blood is almost frozen !…আমার হৃডয় হইটে আটঙ্কে, দুঃখে, সমষ্ট রক্তের চাপ বণ্ড হইয়া গেল ! রক্ত জমিয়া বরফ হইয়া গেল !… নন্দকুমারের ফাঁসী নয়…নন্দকুমারের ফাঁসী নয়…ফাঁসী যেন হামার গলায় লাগিল !

কান্ত। সাহেব !—

ক্লেভারিং। হাপনারা ডয়া করিয়া চলিয়া যান্। ..নন্দকুমারের ফাঁসীর নিমিট্ট হাপনাডের আনণ্ড করিটে হয়…ভোজ দিটে হয়…বাহার গিয়া করুন—হামার চোখের সামনে করিবেন না ! স্বাধীন ইংলণ্ডের সণ্টান—হাপনাডের কাছে আজ নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিটেছে,—হাপনারা চলিয়া যান…চলিয়া যান ··please go away—go away !—

[হতবুদ্ধি গঙ্গাগোবিন্দ, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি বাহির হইয়া গেল !—স্তিমিত অন্ধকারের মধ্যে ক্লেভারিং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিলেন… অদূরে গীর্জ্জায় তখন প্রার্থনার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল !·· মিস্ ক্লেভারিং-এর প্রবেশ। অন্ধকারে ক্লেভারিংকে ঐভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে কাছে গেল…দুই হাতে তাঁহার মুখ তুলিয়া ধরিল]।

মিস্ ক্লেভারিং। Papa !

ক্লেভারিং। Rosa ! My Dearie Rosa !—

(আর কিছু বলিতে পারিলেন না… আবার মুখ নত করিলেন)

মিস ক্লেভারিং। Papa ! What's wrong with you ?

ক্লেভারিং। Nothing wrong with me !···Maharaja Nund kumar—

মিস্ ক্লেভারিং। Maharaja Nundkumar···?

ক্লেভারিং। Found···guilty !

মিস্ ক্লেভারিং। Guilty !···Guilty ! (কাঁদিয়া উঠিল)

ক্লেভারিং। Don't cry my babe !···Let us pray for him— (পিতা পুত্রী প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসিলেন—গীর্জ্জায় ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে অন্ধকারে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"Amen ! Amen ! Amen !"

কারাগার।—নন্দকুমার শায়িত অবস্থায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন।
একটু পরে গুরুদাস প্রবেশ করিয়া নন্দকুমারের
পায়ের কাছে বসিল।

নন্দকুমার। কে ! আমার পায়ের ওপর কি পড়ল···পায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে কোথা হতে !···কে কে তুমি ! (মুখ তুলিয়া ধরিলেন) একি ! গুরুদাস ! এই গভীর রাত্রে তুমি কেমন করে কারাগারে এলে ?

গুরু। ক'লকাতার শেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেব আমায় অনুমতি দিলেন।

নন্দকুমার। ও !···কিন্তু তোমার একি চেহারা ! রুক্ষ চুল, রক্তবর্ণ চক্ষু—তোমার গলায় উত্তরীয় ! গুরুদাস, গুরুদাস, তোমার মা—?

গুরু। নেই···নেই···যাকে গঙ্গায় রেখে এলুম বাবা!

নন্দকুমার। নেই!···ক্ষমা, তুমি আগে চলে গেলে! দাঁড়াও, আমিও এলুম বলে···কালই প্রভাতে।

গুরু। বাবা, আমাদের কৌন্সিলী মিঃ ফ্যারার আবেদন করেছেন, বাংলার নবাব নাজিম মোবারেকদ্দৌলা আবেদন করেছেন—যতদিন ইংলণ্ডেশ্বরের অভিমত না আসে, ততদিন যেন তোমার—

নন্দকুমার। তাদের আবেদন অগ্রাহ্য হ'য়েছে গুরুদাস। মিঃ ফ্যারার এবং নবাব নাজীমকে স্যার এলিজা ইম্পে তিরস্কৃত ক'রেছেন, আমার জন্য আবেদন করেছিল ব'লে। কাল ৫ই আগষ্ট··· ভোরবেলা···আমার ফাঁসী অবধারিত!

গুরু। বাবা—বাবা!

নন্দকুমার। অধীর হ'য়ো না গুরুদাস! চোখের জল ফেলে আমার যাত্রা-পথ পিছল ক'রে দিও না—আমায় শান্তিতে যেতে দাও! শোন তুমি; মিঃ ম্যাক্রেবীকে ব'লেছিলাম ফাঁসীর পর আমার শবদেহ... তুমি তো রইলে···তুমি ছাড়া যেন আর তিনজন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয়, বহন ক'রে নিয়ে যেতে! তার ব্যবস্থা হ'য়েছে তো?

গুরুদাস। আমি জানি না—

(মুখ ঢাকিলেন)

নন্দকুমার। মিঃ ম্যাক্রেবী বড় ভাল লোক, তিনি নিশ্চয়ই সে ব্যবস্থা করেছেন! যাবার বেলা মনে পড়েছে বার বার তাঁর কথা···আর মনে পড়েচে সেই সঙ্গে...মিঃ ক্লেভারিং, মন্‌সন, ফ্রান্সিস্ আর কৌন্সিলি ফ্যারারের সেই উদার মুখচ্ছবি! ওঁরা আমাকে বাঁচাতে যথেষ্ট ক'রেছেন...বাঁচাতে পারলেন না,···সে আমার অদৃষ্ট! ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ!

নন্দকুমার। কে? ওঃ, ভোর হ'লো নাকি? আমার বুঝি যাবার সময় হ'য়ে গেছে?

প্রহরী। না মহারাজ, আপনাকে নয়; আপনার পুত্রকে এবার বাইরে যেতে হবে।

নন্দকুমার। ওঃ—দেখা করবার সময় উত্তীর্ণ! এস' গুরুদাস,...একবার তোমার মুখখানা ভাল ক'রে দেখে নিই—

গুরুদাস। বাবা,—বাবা! মা চলে গেলেন, আপনিও চলে যাচ্ছেন, আমি কোথায় দাঁড়াব বাবা? আমায় কার কাছে রেখে গেলেন? কি রেখে গেলেন? কি রেখে গেলেন আমার জন্যে?...

নন্দকুমার। একদিন সমস্ত দেশজোড়া সম্মান প্রতিপত্তি ছিল আমার; কিন্তু যাবার সময় তোমায় দেবার মত কিছুই রইলো না! পেছনে রেখে গেলুম—বংশধরের জন্যে শুধু তুরপণেয় কলঙ্ক! কোম্পানীর বিচারে,—আমি জালিয়াৎ—তুমি জালিয়াতের সন্তান!

গুরুদাস। ওঃ, ভগবান!

প্রহরী। মহারাজ!

নন্দকুমার। না, আর বিলম্ব নয়। গুরুদাস, তুমি যাও,—তুমি যাও—

[প্রহরীসহ গুরুদাসের প্রস্থান

নন্দকুমার। চলে গেল!—গুরুদাস—গুরু,—না, পেছনে ডাকবো না। কিন্তু কেউ নেই—আশে পাশে, আজ কেউ নেই আমার,—কাকে জানাব তবে মনের কথা! ওগো নির্জ্জন পাষাণ-কারা,—তুমি শোন! ওগো পাষাণ কারাগারে—কংস-নিসূদন দেবকী-নন্দন,—তুমি শোন! আমি জালিয়াৎ কলঙ্ক নিয়ে যাচ্ছি—তাতেও দুঃখ নেই; শুধু

যদি পারতুম—আমার দুঃখিনী জন্মভূমিকে অত্যাচারের হাত হ'তে বাঁচাতে ! নারায়ণ, দুষ্কৃত-দমন, জীবনে কোন দিন, কোন এক মুহূর্ত্তেও যদি তোমায় মনে প্রাণে স্মরণ ক'রে থাকি...তবে মরবার আগে একটিবার...শুধু একটিবার আমায় এই আশ্বাস দাও প্রভু,—যারা অত্যাচার ক'রলো, যারা আমার দেশকে নির্য্যাতিত ক'রলো তারা কেউ রেহাই পাবে না,—তাদের বিচার হবে···তাদের বিচার হবে।

(কাকুতি করিয়া পাষাণশিলার উপর পড়িয়া গেলেন—তারপর তাঁর চোখের সামনে যেন জাগিয়া উঠিল ভবিষ্যতের চিত্র। ছায়াছবির ন্যায় চোখের সামনে যেন ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভার চিত্র ভাসিয়া উঠিল)

একি ! কোথা হ'তে সমুদ্র গর্জ্জন ভেসে আসছে ? ঐ যে সাগর স্রোত !···বিপুল দুরন্ত মহাসাগর !···সেই সমুদ্রের পরপারে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা ! · দলে দলে, কাতারে কাতারে ইংরাজ নরনারী মহাসভায় চলেছে।···সভা স্থলের একপার্শ্বে··· ওকি ! আসামীর কাঠগড়ায় ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে ওয়ারেণ হেষ্টিংস ! তবে বিচার সুরু হয়েছে ! হেষ্টিংসএর বিচার সুরু হ'য়েছে পার্লিয়া-মেন্টে ! কে···কে হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত ক'রেছে ? কে ওই দীপ্তিমান পুরুষ ? জলদগম্ভীর নিঃস্বনে ওকি তার অগ্নিবর্ষী বাণী ? ওই-ওই সে দীপ্ত মূর্ত্তি—আরও কাছে—আরও কাছে।

[নেপথ্যে করতালি ধ্বনি—কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল—"Silence ! Edmund Burke speaking" !—তারপর বার্কের মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল।]

নন্দকুমার। এড্‌মণ্ড বার্ক !

(বার্কের প্রতিমূর্ত্তি বলিতে লাগিল)—

I impeach Warren Hastings Esqr. in the name of the commons of Great Britain in Parliament assembled, whose Parliamentary trust he has betrayed ! I impeach him in the name of the people in India, whose laws, rights, and liberties he has subverted; whose properties he has destroyed; whose country he has laid waste and desolate.

পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সমবেত সমগ্র বৃটিশ জনসাধারণের নাম করিয়া আমি ওয়ারেন হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত করিতেছি···পার্লিয়ামেণ্টের ন্যস্ত বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে ! ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আমি অভিযুক্ত করিতেছি—সেই ভারতবাসীর পক্ষ হইতে,যাহাদের স্বদেশীয় আইন, অধিকার, স্বাধীনতা সে নষ্ট করিয়াছে,—যে ভারতবাসীদের বিত্ত-ঐশ্বর্য্য সে ধ্বংস করিয়াছে,—যে ভারতবাসীদের মাতৃভূমিকে সে শ্মশান করিয়া দিয়াছে !—I impeach him in the name and by virtue of those eternal laws—

(আর শোনা গেল না—
উত্তেজিত নন্দকুমারের চীৎকারে
বার্কের প্রতিমূর্ত্তির কণ্ঠস্বর ডুবিয়া
গেল)

নন্দকুমার। হ্যাঁ! শ্মশান ক'রে দিয়েছে! আমার ভারতবর্ষকে হেষ্টিংস শ্মশান ক'রে দিয়েছে! বিচার কর,…বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এড্‌মণ্ড বার্ক, অভিযোগ কর…জলদ গম্ভীর নিনাদে ন্যায়ের দরবারে হেষ্টিংসকে অভিযুক্ত কর।

(মিঃ ক্লেভারিং ও কারারক্ষীদের প্রবেশ)

ক্লেভারিং। মহারাজ—মহারাজ!

উন্মত্তপ্রায় নন্দকুমারকে সবলে ধরিয়া
ঝাঁকুনি দিলেন…নন্দকুমার
যেন জাগিয়া উঠিলেন)

নন্দকুমার। কে?—তোমরা আমায় বধ্যভূমিতে নিতে এসেছ? জীবন দিতে আজ আর আমার কোন দ্বিধা নাই,—কোন কুণ্ঠা নাই; শুধু একবার দেখ' তোমরা—ঐ দেখ—

(বার্কের মূর্ত্তির দিকে দেখাইলেন—

(সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেছে।…ঠিক সেই দিকে—আকাশে তখন
প্রভাত সূর্য্য উঠিতেছে!

ক্লেভারিং। The sun is rising! সূর্য্য উঠিতেছে!

নন্দকুমার। সূর্য্য! হ্যাঁ, ঘন-অন্ধকারের বুক চিরে জাগতে দেখেছি আজ দীপ্তিমান সত্যের সূর্য্য!

ক্লেভারিং। Maharaja!

নন্দকুমার। চল, আমি ফাঁসী বরণ করতে যাই—,

(নেপথ্যে শবযাত্রার বাদ্যধ্বনি)

ওকি?

ক্লেভারিং। A funeral procession.

নন্দকুমার। শব যাত্রা ?...

(নন্দকুমারের মুখ সহসা হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিব)

কিন্তু কার শবদেহ সমাধির পানে আসছে স্মান ?...কার মৃত্যু-সঙ্গীত জেগে উঠলো আজ বলতে পার ?

ক্লেভারিং। কার ?

নন্দকুমার। ও মৃত্যু-সঙ্গীত ঘোষণা করছে, ভারতের বুক হ'তে অত্যাচারী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের চির অবসান—!! তারপর আবার সূর্য্যোদয়,—ভিক্টোরিয়া যুগে আবার ভারতের নব জাগরণ !

[কারাগৃহের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে প্রভাত-সূর্য্যের আলো নন্দকুমারের চোখে, মুখে, সুপ্রশস্ত ললাটে আসিয়া পড়িল !...সেই রক্ত-আলোক মৃত্যু-পথ-যাত্রী বৃদ্ধ নন্দকুমারের মূর্ত্তিকে এক অপরূপ মহিমা মণ্ডিত করিয়া তুলিল ! রক্ত-আলোক বন্যার মধ্যে উন্নত মস্তকে নন্দকুমার বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইলেন।

ধীরে ধীরে নাটকের শেষ যবনিকা নামিয়া আসিল।]